রাঁচি, রবিবার

17:09:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>331 >>30 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩১ >> << ৩০শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

অভিনন্দন

বিশ্বকর্মা পুজা উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

বিশ্বকর্মা পুজার জন্য ১৭–১৮ সেপ্টেম্বর আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ১৮–১৯ তারিখে কোনো প্রকাশনা হবে না। ২০ তারিখে পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন।

সম্পাদক

বাজার দর

SENSEX : 67838.63 +319.63

NIFTY : 20192.35 +89.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .50 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .35 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

ভারতে মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি : ৪১৭ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, প্রয়োজনে তদন্তে দুবাই যাবে ইডি

নয়া দিল্লি : ভারতে মহাদেব অ্যাপ সংক্রান্ত বেটিং ও আর্থিক লেনদেন মামলায় তল্লাশি চালিয়ে ৪১৭ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা এডি। এই স্ক্যাম বা আর্থিক কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হয়েছিল ছত্তীসগড়ের দুর্গ জেলায়। সেই সূত্র ধরেই পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন ভোপাল, মুম্বই ইত্যাদি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাতেই সোনার বিস্কুট থেকে শুরু করে বহুমূল্য গয়না এবং নগদ টাকা মিলিয়ে এই বিপুল অঙ্কের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।
মূলত গেমিং অ্যাপ হলেও মহাদেব অ্যাপ এর আড়ালে আদতে চলত বেটিং চক্র। এর আগে গত অগাস্ট মাসে মহাদেব অ্যাপ সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের মামলায় দুর্গ জেলা থেকে চার জনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তাদের মধ্যে এক পুলিশ অফিসারও ছিলেন। তারপরেই রায়পুর সহ ছত্তীসগড়ের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাতে শুরু করেছিল ইডি।
২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই মহাদেব অ্যাপ সংক্রান্ত ৫০০০ কোটি টাকার একটি আর্থিক লেনদেনের মামলার তদন্ত শুরু করেছিল ইডি। তদন্তকারীরা জানিয়েছিলেন, গেমিং অ্যাপ এর আড়ালে আদতে চলত বেটিং চক্র। গত এক বছরে ৩০টি আলাদা জায়গা থেকে পরিচালনা করা হত এই অ্যাপ। অন্তত ১০ লক্ষ মানুষ সেখানে বেটিংয়ে অংশ নিয়ে বিনিয়োগ করেছিলেন বলে জানা যায়। মূলত মধ্যবিত্তদেরই টার্গেট করা হত এই অ্যাপ এর মাধ্যমে।
বেটিংয়ে লাগানো টাকা বিভিন্ন সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা করত অভিযুক্তরা। এসব অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হয়েছিল জাল পরিচয়পত্র দিয়ে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, সাধারণ গরিব মানুষদের কাছ থেকে সামান্য টাকার বিনিময়ে তাদের আধার কার্ডের তথ্য হাতিয়ে নিত প্রতারকরা। পরে এই সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা থাকা টাকা নিজেদের কর্পোরেট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করে নেওয়া হত। পুরো বিষয়টা এমন সুচারুভাবে করা হত যাতে কখনওই সেভিংস অ্যাকাউন্টগুলিতে সর্বোচ্চ ৫০-৬০ লক্ষ টাকার বেশি থাকত না।
ইডি সূত্রে জানা গেছে, এরকমই অন্তত ৫০টি কর্পোরেট অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছেন তারা। সেগুলি থেকে আবার ১০ হাজারেরও বেশি সেভিংস অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই অ্যাকাউন্টগুলোতেই সরাসরি ঢুকত বেটিংয়ের টাকা। সূত্রের খবর, মহাদেব অ্যাপটি পরিচালনা করা হত মূলত দুবাই থেকে, যেখানে বেটিং বৈধ। সেখান থেকেই ফাঁদে ফেলা হত ভারতীয় গ্রাহকদের। এই মামলায় খুব শীঘ্রই কয়েকজন মূল অভিযুক্তকে জেরা করতে চলেছে ইডি। এ বিষয়ে প্রযোজনে দুবাই গিয়েও তদন্ত করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলে আত্মঘাতী বোমা হামলা, বেঁচে গেছেন আঞ্চলিক রাজ্যের প্রেসিডেন্ট

সোমালিয়া : সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলের একটি গ্রামে শুক্রবার এক বোমা বোঝাই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় সোমালিয়ার গালমুদুগ রাজ্যের প্রেসিডেন্ট অক্ষত থাকলেও, দুই ফেডারেল আইনপ্রণেতা আহত হন। এ কথা জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ও কর্মকর্তারা। আল শাবাব জঙ্গি গোষ্ঠী বলেছে, তারা এই আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে আঞ্চলিক রাজ্যের প্রেসিডেন্ট আহমেদ আবদি কারিয়েকে লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়। আহমেদ আবদি কারিয়ে করকর নামেও পরিচিত। গালমুদুগ আঞ্চলিক বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মেদ নুর আলি গদর ভিওএ কে বলেছেন, যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন কর্মকর্তারা মুদুগ অঞ্চলের ছোট গ্রাম লাস গা'আম এ অবস্থান করছিলেন। এই সামিরক কমান্ডার আরো বলেন, বোমা ভর্তি আত্মঘাতী গাড়ির ওপর গুলি চালিয়ে আমাদের বীর সৈন্যরা হামলাকে বানচাল করে দেন। গাড়িটি দ্রুত গতিতে গ্রামের মাঝখানে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলো। হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তার গাড়িবোমাটি বিস্ফোরিত হয়। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ও তার সফরসঙ্গীরা যে অতিথিশালায় অবস্থান করছিলেন, সেই অতিথিশালা থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে গাড়িবোমাটি বিস্ফোরিত হয়। গালমুদুগের তথ্যমন্ত্রী আবশির আবদি শিখো বলেন, তিনজন সরকারি সৈন্য নিহত হয়েছেন এবং আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আইনপ্রণেতা আবদিসালাম হাজি ধাবনকাদ বলেন, বিস্ফোরণের পর, দেয়ালের ভাঙা টুকরো তাদের ওপর পড়ায় তিনি ও সিনেটর আবদি হাসান কায়েবদিদ সামান্য আহত হন। রেকর্ডম করা এক ভিডিও বার্তায় গালমুদুগের প্রেসিডেন্ট কারিয়ে বলেন যে আল শাবাবের হামলা ব্যর্থ হয়েছে। কারিয়ে আরো বলেন, এই কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলা ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা নিরাপদ ও সুস্থ আছি। এই ধরনের হামলা দেখিয়ে দিচ্ছে, যুদ্ধে তারা কতটা বেপরোয়া এবং আগামী দিনে আল শাবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, সরকারের উল্লেখযোগ্য (অগ্রগতি) বিষয়ে আপনারা জানবেন।

বাইডেন,হ্যারিসের সফরে উঠে এসেছে বৈশ্বিক দক্ষিণের প্রাধান্য

নয়াদিল্লি : ভারত, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসের সেপ্টেম্বরের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর একটি প্রবণতার উপর জোর দেয় বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো আরও বহুমুখী বিশ্ব চাইছে যেখানে তারা পরাশক্তির এজেন্ডা থেকে মুক্ত তাদের নিজস্ব লক্ষ্যগুলো নিয়ে কাজ করে যেতে পারে। বাইডেন ৯-১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ভিয়েতনামের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে হ্যানয়ে একটি ঐতিহাসিক সফরে যান। ৬-৭ সেপ্টেম্বর হ্যারিস ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় ইউএস আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন। সেখানে আসিয়ান এবং এর অংশীদাররা একত্রিত হন। এই বছর জি টুয়েন্টির নমনীয় বিবৃতিতে রাশিয়ার সরাসরি সমালোচনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র বলা হয়েছে, রাষ্ট্রগুলোকে অবশ্যই আঞ্চলিক অধিগ্রহণের জন্য হুমকি বা শক্তির ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। .শীর্ষ সম্মেলনে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর অনুপস্থিতি বাইডেন প্রশাসনকে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় শক্তি হিসেবে উপস্থিত করার অনুমোদন দেয় যা এই অঞ্চলে নেটোকে শক্তিশালী করাসহ চীনের আগ্রাসন মোকাবিলা করবে। নয়াদিল্লিতে বাইডেন, মোদি এবং সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান একটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছেন ভারত মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর (আইএমসি)। এটি একটি আন্তর্জাতিক রেল এবং শিপিং রুট যা দুটি মহাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক একীকরণকে শক্তিশালী করার জন্য এশিয়ার পারস্য উপসাগরীয় দেশ ইসরাইল এবং ইউরোপের মধ্যে বিস্তৃত। করিডোরটি পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট (পিজিআইআই)-এর অধীনে অর্থায়ন করা হয়েছে। এটি বেইজিং এর অবকাঠামো বিনিয়োগ ঠুঁটো জগন্নাথ বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের বিকল্প।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতের বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থা স্পাইসজেট ঋণের টাকা শোধ করেনি, মামলা গেল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) : ঋণ নিয়েও ঋণের টাকা শোধ করতে না পারায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে ভারতের বেসরকারি বিমান সংস্থা স্পাইসজেট। ভারতের সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা ওঠে। সেখানেই স্পাইসজেট এর চেয়ারম্যান ও এমডি অজয় সিংকে ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত। এই মামলার শুনানিতে স্পাইসজেট কর্তার উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, আপনি মরে গেলেও আমাদের যায় আসে না। উল্লেখ্য, বিমানের ইঞ্জিন, মডিউল, যন্ত্রাংশ এবং যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য সুইজারল্যান্ডের এসআর টেকনিক্স এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় স্পাইসজেট। এয়ারলাইন পরিচালনার জন্য যা ছিল অপরিহার্য। এই কাজের জন্য ৪ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছিল স্পাইসজেট। সুদে আসলে সেই টাকা ৮ কোটি ছাড়িয়েছে। কিন্তু সেই টাকা শোধ করতে ব্যর্থ হয় স্পাইসজেট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি আশানুদ্দিন আমানুল্লাহর ডিভিশন বেঞ্চে হাজিরা দেন অজয় সিং। এই মামলায় বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। বলেন, আপনি যদি ঋণের টাকা শোধ না করেন, তবে আপনাকে তিহাড় জেলে পাঠাব। রোজ রোজ একই জিনিস ভাল লাগে না। এরপরই বিচারপতির মুখে শোনা যায়, যদি কোম্পানি বন্ধও হয়ে যায় তাতেও আমরা উদ্বিগ্ন নই। সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর আদালতে শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন অজয় সিং এবং স্পাইসজেট এর সচিব। এদিনই তাদের ঋণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা মেটানো হয়নি বলে খবর। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। ২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর, স্পাইসজেট ও সুইস কোম্পানি ১০ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। স্পাইসজেট এর বিমানগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ওই সুইস কোম্পানির ওপর। গত ২৫ জুলাই, আদালত দুই পক্ষের মধ্যে সম্মত শর্তাবলী অনুযায়ী ক্রেডিট সুইসকে অর্থ প্রদানের জন্য স্পাইসজেটকে অতিরিক্ত সময় দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেও টাকা মেটাতে পারল না স্পাইসজেট। তারপরই স্পাইসজেট এর বিরুদ্ধে 'আদালত অবমাননা'র মামলা দায়ের হয়। স্পাইসজেট একটি বিবৃতিতে বলেছে, স্পাইসজেট আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। ক্রেডিট সুইস মামলায় আদালতের সমস্ত নির্দেশাবলী এবং বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আদালতের নির্দেশ অনুসারে পুরো টাকা প্রদান করবে।

ঘোষণা শালবনিতে এর আগে জিন্দলদের জন্য জমি দিয়েছিল রাজ্য সরকার

পশ্চিমবঙ্গে ইস্পাত কারখানায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা : বর্তমানে স্পেন সফর করছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তার অন্যতম সফরসঙ্গী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মাদ্রিদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লা লিগার বৈঠকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়থাকবেন, তা শুরু থেকেই স্থির ছিল। বিশেষ করে অ্যাটলেটিকোর সঙ্গে সৌরভের পূর্ব বোঝাপড়ার প্রেক্ষাপটে তা একপ্রকার স্বাভাবিক।
তবে শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এক চমকে দেওয়ার মতো ঘোষণা করেন। স্পেনের মাটিতে দাঁড়িয়ে সৌরভ ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে আগামী ৬ মাসের মধ্যে নতুন ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলবেন তিনি। এ জন্য মোট বিনিয়োগ করবেন আড়াই হাজার কোটি টাকা। তার কথায়, এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।
পর্যবেক্ষকদের বিশ্লেষণ, এখানে দুটি বিষয় ভীষণ প্রাসঙ্গিক। তা হল পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে ওয়্যারহাউজ, প্যাকেজিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এসেছে। কিন্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে একটা খরা চলছিলই। সৌরভ যে বিনিয়োগের ঘোষণা করেছেন, তাতে উৎপাদন শিল্পই গড়ে উঠবে। যা লেবার ইনটেনসিভ, তথা শ্রম নির্ভর। বাংলা ছেড়ে যখন পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে তখন এই বিনিয়োগের ঘোষণা অবশ্যই রূপোলি রেখা দেখাচ্ছে বিশেষজ্ঞদের।
উল্লেখ্য, ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম সৌরভের। তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ক্রিকেটার হিসাবে। পরে তিনি ক্রিকেট প্রশাসক হয়েছেন। তার ফাঁকে সৌরভ ব্যবসাও শুরু করেছিলেন। কিন্তু এদিন যে পরিমাণের বিনিয়োগের ঘোষণা তিনি করেছেন, তাতে উদ্যোগপতি সৌরভের ছবিটা উজ্জ্বলতর হল বলেই অনেকে মনে করছেন।
মাদ্রিদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, শালবনিতে এর আগে জিন্দলদের জন্য জমি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। জিন্দলরা সেই জমিতে এখনও কারখানা গড়ে তুলতে পারেনি। সেখানেই আমরা কারখানা করব।
শালবনিতে যে নতুন শিল্প আসতে চলেছে সেই ইঙ্গিত পঞ্চায়েত ভোটের আগে গত মে মাসে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার যাত্রায় সামিল হয়ে গত ২৭ মে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, জ্যোতিবাবুরা জমি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পর কিছু হয়নি। আমি জিন্দলদের কারখানা উদ্বোধন করেছিলাম। জিন্দলদের শিল্পের জন্য কিছুটা জমি লেগেছে, বাকিটা ওরা ফেরত দিচ্ছেন। ওই জমিতে বড় শিল্প হবে। শালবনিতে আরও একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি হবে।
এদিন স্পেন এ বিজিবিএস এর (বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট) মঞ্চে সৌরভ বলেন, অনেকে মনে করেন আমি শুধু খেলা নিয়েই থাকি। পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে আমি একটা ছোট ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছিলাম। আর পাঁচ ছ'মাসের মধ্যে রাজ্যে আমাদের তৃতীয় ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে চলেছি আমরা। সৌরভ এও বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুশি করতে বলছি না। মেদিনীপুরে ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য সরকার থেকে অনুমতি ইত্যাদি পেতে মাত্র চার পাঁচ মাস সময় লেগেছে। সরকার সবরকম ভাবে সাহায্য করেছে। তাই হৃদয় থেকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচলে

মালদা ঃ চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে এক সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো চাঁচলে। মৃত সদ্যোজাত শিশুর পরিবারের লোকেরা ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে চরম বিক্ষোভ দেখান মৃত শিশুর পরিবারের লোকেরা। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে ঘিরেই চাচল শহরের ওই বেসরকারি নার্সিংহোম চত্বরেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। নার্সিংহোম ভাঙচুর ও বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাচল থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। একদিকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশু মৃত্যু। অন্যদিকে নার্সিংহোমে ভাঙচুর। উভয়পক্ষ পুরো ঘটনাটি নিয়ে চাচল থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচল থানার খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা সীমা পারভীন গত ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে চাঁচল শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। ওই দিন রাতেই সিজার করে ওই গৃহবধূ একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে আচমকায় সদ্যোজাতের জ্বর শুরু হয়। তার সঙ্গে চলে শ্বাসকষ্ট। এরপরই শুক্রবার গভীর রাতে ওই সদ্যোজাতের মৃত্যুর কথা জানানো হয় পরিবারের লোকেদেরকে। আর তারপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মৃত শিশুর পরিবার থেকে গ্রামবাসীরা। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুর করা হয় ওই নার্সিংহোমটি বলে অভিযোগ। মৃত শিশুর এক মাসির জাহানারা বিবি জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে ওই কন্যা সন্তানের ঘন ঘন জ্বর আসছিল। কিন্তু আমরা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনরকম পরিষেবা পায় নি। কন্যা শিশুর গায়ের জ্বর অনেকটাই উঠে গিয়েছিল। আমরা ভালো চিকিৎসা পরিষেবার দাবি করেছিলাম । কিন্তু ওরা পাত্তা দেয় নি । এরপর রাতেই আমাদের এই কন্যা শিশুর শ্বাসকষ্ট এবং জ্বরের জন্য শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা জানানো হয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শিশুর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি রয়েছে। এব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। চাঁচলের ওই নার্সিংহোমের ম্যানেজার মহম্মদ হাবিব জানিয়েছেন, কন্যা শিশুটির জন্মের পর থেকেই শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ওই শিশুটিকে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখার। সব রকম চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। শ্বাসকষ্ট জনিত কারণেই শিশুটিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় নি। এক্ষেত্রে চিকিৎসার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই ওই শিশুর পরিবারের লোকেরা নার্সিংহোম ভাঙচুর করে কর্মীদের হেনস্তা করে। এই ঘটনার ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

ভারত জোড়ো আন্দোলনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ ভারত জোড়ো আন্দোলনের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে শিলিগুড়িতে একটি মিছিলের আয়োজন করল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাসমিচক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শংকর মালাকার সহ অন্যান্যরা। মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে আগামী দিনের কর্মসূচি সম্পর্কে জানানো হয়।

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় মিলিত হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা

মালদা ঃ জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় মিলিত হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীরা। দলমত নির্বিশেষে বৃহস্পতিবার সকালে পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী পালপাড়ায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সুসজ্জিত একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় ভক্তদের পাশাপাশি সামিল হয়েছিলেন পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, পুরাতন মালদা পুরসভার তৃণমূল দলের চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার ৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা এবং বিশ্বজিৎ হালদার।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী পাল পাড়ার ভক্তবৃন্দ ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে জন্মাষ্টমীর সুসজ্জিত একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি শুভ আরম্ভ হয় পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী পালপাড়া ধান হাট থেকে। এই শোভাযাত্রায় কয়েক হাজার ভক্ত সামিল হন। সুসজ্জিত শোভাযাত্রাটি গোটা মঙ্গলবাড়ী এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় পাল পাড়ায় এসে শেষ হয়। এই শোভা যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

এদিনের জন্মাষ্টমীর এই শোভাযাত্রার আয়োজক নীরেন্দ্রনাথ পাল জানিয়েছেন, প্রতিবছর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণর জন্মতিথিতে শোভাযাত্রার আয়োজন করে থাকি। এই শোভাযাত্রায় সকল স্তরের ভক্তেরা অংশগ্রহণ করে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় । এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে এদিন সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে শান্তির বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কাদা মাটি খেলা ও হাঁড়ি ভাঙা খেলা শুরু

উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘির তৃণমূল বিধায়ক গৌতম ও উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের উদ্যোগে করণদীঘিতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নন্দন উৎসব, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কাদা মাটি খেলা ও হাঁড়ি ভাঙা খেলা শুরু হয়েছে আর সেই খেলায় রয়েছেন বিধায়ক ও জেলা পরিষদের সভাপতি।

বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে এক শ্রমিক সরবরাহকারী যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কিছু গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে

মালদা ঃ রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে এক শ্রমিক সরবরাহকারী যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কিছু গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার এই মারধরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল থানার পাকুড়তলা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই যুবকের নাম কামাল হোসেন (২৬) । তার বাড়ি চাঁচল থানার জামগাছি এলাকায়। পেশায় ওই যুবক শ্রমিক সরবরাহকারী ঠিকাদার। সে এলাকার যুবকদের ভিন রাজ্যে নিয়ে যায় কাজ দেওয়ার জন্য। এদি দুপুরে কামাল হোসেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে জামগাছ স্ট্যান্ডে আসে। এরপর কয়েকজন যুবক তার ওপর চড়াও হয়ে । তাকে বেধোরেক মারধর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। জামগাছি স্ট্যান্ড থেকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে পাকুড়তলা এলাকায় নিয়ে গিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে হাত পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

ঝাড়খণ্ডের প্রখ্যাত সমাজকর্মী লুৎফল হকের বিলেতে জয়

কাঞ্চন বসু

মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য.... এই কথাটিকে তিনি সারাটা জীবন মন্ত্রগুপ্তির মত মেনে চলেন। শৈশব, কৈশোর কেটেছে নিদারুণ কষ্টে। পেটের জ্বালাতে তিনি ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খেয়েছেন খাবার। দারিদ্রতার করাল গ্রাস তার শৈশব, কৈশোরকে গিলে খেয়েছে। অভাবের তাড়নায় প্রাথমিকের গণ্ডি টুকু তিনি পেরোতে পারেননি। হতদরিদ্র এক পরিবারে তাঁর জন্ম। মাবাবা দুজনেই বিড়ি শ্রমিক। কৈশোরে তিনি বাবামার বেধে দেওয়া বিড়ি নিয়ে ১০ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কারখানায় যেতেন বিড়ি দিতে। জীবনের বহু বছর তার কেটেছে অনাহারে অর্ধাহারে। সংসারে স্বাচ্ছন্দ আনার জন্য তিনি কাজ করেছেন রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের, বইয়ের দোকানে, পাথরের খাদানে। তিনি বরাবরই পরিশ্রমী ছিলেন। ছিলেন স্বপ্নবাজও। তিনি স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন দেখতেন জীবনে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। স্বাচ্ছন্দের স্বপ্ন দেখতেন নিত্যদিন । তিনি লুৎফল হক। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম অদ্বৈত নগর গ্রামে তার জন্ম। সেখানেই তার বেড়ে উঠা। বাণিজ্য জগতে হাতেখড়ি সেখান থেকেই। প্রথমে বইয়ের দোকান, পরবর্তীতে পাথরের ক্রাশার, তারপরে পাথরের খাদান,আগামীতে ফুড প্রসেসিং, হাসপাতাল,ওটিটি প্লাটফর্ম,রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতেও তিনি বিনিয়োগ করবেন। বহুমুখী বাণিজ্যিক ভাবনার মানুষ তিনি। একেবারে শূন্য থেকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে উঠে আসা মানুষ তিনি। তিনি আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা অন্য এক জায়গায়। সাধারণত মানুষের জীবনে আর্থিক সাফল্য এলে শেকড় ভুলে যান বেশিরভাগ মানুষই। লুৎফল হক ব্যতিক্রমী মানুষ। সাফল্যে তার মাথাও ঘোরে নি, তিনি শেকড়ও ভোলেন নি। তিনি আজও নিয়ম করে প্রতিদিন তার অতীতের কথা উচ্চারণ করেন। নিদারুণ দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার কথাগুলো স্বজনদের কাছে বলেন।

তিনি স্পষ্টবাক মানুষ। সহজ, সরল, ঋজু। তিনি বিশাল হৃদয়ের মানুষ। ভীষণ মানবিক ও দরাজ দিলের। তাই গোটা বছরভর তিনি গরীব,দুঃস্থ,অসহায়, এতিমদের পাশে দাঁড়ান। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বর্তমানে প্রতিদিন ৩০০ মানুষকে বিনামূল্যে দুপুরের খাবার দিচ্ছেন। বছর দুয়েক পূর্বে ঝাড়খণ্ডের প্রায় চল্লিশটি গ্রামের মানুষকে সুখা মরসুমে প্রতিটি বাড়িতে ২৫ কেজি চালের বস্তা দিয়েছিলেন। সাথে আলু ডাল পেঁয়াজও। করোনা মহামারীতে পুলিশ সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তিনি অক্সিজেন সিলিন্ডার, খাবার সরবরাহ করেছেন। ঝাড়খন্ড বাংলা সীমান্তবতী এলাকাগুলোতে হাজার হাজার গরীব, দুস্থ, অসহায় মানুষকে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করেছেন। হাজারো ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিত ও ফাদারদের সংবর্ধিত করেছেন। প্রচুর মন্দির,মসজিদ, গির্জা, ইয়াতিম খানা সহ বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে অকাতরে দান করেন তিনি। এসব জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য তিনি দেশবিদেশের বহু পুরস্কার ও সংবর্ধনা পেয়েছেন। লুৎফল হকের এহেন মানবিক কাজে আপ্লুত হয়ে ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি তাকে আজীবন সদস্য পদ দিয়েছেন। বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের হাত থেকে পেয়েছেন বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল এক্সসিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। লুৎফল বাবুর মানবিক কাজের স্বীকৃতি দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তাঁকে দেওয়া হয়েছে সাম্মানিক ডক্টরের ডিগ্রি। তিনি পেয়েছেন এশিয়া আইকনিক অ্যাওয়ার্ডও। মালয়েশিয়ার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজলি মালিক তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বলিউডের আরেক কিংবদন্তি অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত লুৎফল হককে তুলে দিয়েছেন গ্লোবাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। বলিউড অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন ইঃটারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম আগ্রাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে লুৎফল হককে পুরস্কৃত করেন। সমাজ সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী এস পি সিং বাঘেল তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন। এবার খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সে সমাজসেবায় অসামান্য অবদান রাখার জন্য ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী রুথ কাডবেরি মানবতার ফেরিওয়ালা লুৎফল হককে বেস্ট ফিলানথ্রোপিষ্ট অফ দা ইয়ার ২০২৩ সম্মানে ভূষিত করলেন। খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কক্ষে লুৎফল বাবুর মানবিক মুখের গল্প দীর্ঘক্ষণ উচ্চারিত হলো। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের বহু অতিথি ছাড়াও ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের সাংসদ লর্ড রিচার্ড হ্যারিংটন, সাংসদ বোর্নস বার্মা, সাংসদ সীমা মালহোত্রা,সাংসদ ভেলারি ওয়াজ, সাংসদ বীরেন্দ্র শর্মা,সাংসদ শৈলেশ ভারা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী রুথ ক্যাডবেরি লুৎফল হকের কাজের প্রশংসা করে বলেন,লুৎফল হকের জীবনের গল্প সিনেমাকেও হার মানাবে। মিসেস রুথ বলেন, মাদার টেরিজার দেশে আগামীতে আরো এক মহৎ হৃদয়ের মানুষ দেখবে মানুষ। হাউস অফ কমনসে পুরস্কার পেয়ে কেঁদে ফেলেন লুৎফল হক। তিনি বলেন, গরীব দুঃখীর সেবা করেই আজ আমার এই মহার্ঘ্য সম্মাননা প্রাপ্তি । আমার সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম আগামীতে আরও বৃহৎ আকারের হবে। লুৎফল হক বলেন, জীবনের সবচেয়ে বড় সুখ হচ্ছে, গরীবদুঃখী,অসহায় - আর্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। যতদিন বাঁচবো ততদিন গরিব ও অসহায় মানুষের সেবা করে যাব।।

পদত্যাগ বিকাশ ঘনিষ্ঠ খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর নেপথ্যে গোষ্ঠীকোন্দল?

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল । গরু পাচার মামলায় তিহার জেলে বন্দি মেয়ে সহ অনুব্রত মণ্ডল । তখন থেকেই বীরভূম জেলা তৃনমূলের দ্বিতীয় কমান্ডার ছিলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী কিন্তু তাল কাটে ২০২৩ সালে বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি পদে ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ বসার পর থেকে । কাজল অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর লোক বলে পরিচিত । এগারো সেপ্টেম্বর বীরভূম জেলাপরিষদের স্থায়ী সমিতি গঠন করা হয় কিন্তু সেখানে বাদ পড়েন বিধায়ক তথা জেলাপরিষদের দুইবারের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী । জেলায় জল্পনা শুরু হয় বিকাশ রায়চৌধুরীর গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজল শেখের গোষ্ঠীর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে । আর তারমাঝেই হঠাৎ করে ব্লক সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ঘনিষ্ঠ খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী । চোদ্দো সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জেলা তৃণমূল কোর কমিটি আহ্বায়ক বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী,কমিটি সদস্যদের এবং অভিষেক বঃেদ্যাপাধ্যায়ের অফিসে চিঠি দিয়েছেন কাঞ্চন অধিকারী বলে জানা গিয়েছে । জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, অনেকেই সহযোগিতা করে নি কারণ দেখিয়ে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন কাঞ্চন অধিকারী কিন্তু সেই পদত্যাগপত্র জেলা পার্টির পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় নি । পরবর্তী মিটিংএ আলোচনা করার জন্য সেই মিটিং পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে । সিপিএম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, উপরের নেতা পাল্টালে নীচের নেতা পাল্টাতে হয় । নেতা পাল্টিয়েছে নিচুতলা শিবির বদলাচ্ছে । জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, এইসব নাটকবাজি তৃনমূল গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত তৃনমূলের অবস্থা খুব খারাপ । আমরা সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রাখছি ।

অমর্ত্য সেন - বিশ্বভারতী মামলা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ তেরো ডেসিমেল জমি নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে । হাইকোর্টের নির্দেশে মামলা চলছে সিউড়ি জেলা আদালতে । অমর্ত্য সেনের আইনজীবী বিমল চৌধুরী বলেন, রেকর্ডের কপি দেওয়ার জন্য ১৫১ দরখাস্ত করেছিলাম জজ সাহেব একুশে সেপ্টেম্বর অর্ডারের দিন দিলেন । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, রেকর্ড কল ফর করেছিলেন কোর্ট । বিশ্বভারতী রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছে । মামলার অর্ডার পাশের জন্য একুশে সেপ্টেম্বর ডেট রেখেছেন জজ সাহেব । সরকারি আইনজীবী মলয় মুখ্যাজী বলেন, এলসিআর দেখার জন্য আবেদন করেছে অমর্ত্য সেনের আইনজীবী । বিশ্বভারতীর আইনজীবী বলেছে এলসিআর কোর্টে এসে দেখতে হবে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না । পরবতী ডেট পড়েছে একুশে সেপ্টেম্বর ।

শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করতে রেজিস্ট্রেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হল

মালদা ঃ মণিপুরের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই মালদার কালিয়াচকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করতে রেজিস্ট্রেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হল। শুক্রবার কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে দুঃস্থ শ্রেণীর মানুষ থেকে দিনমজুর পরিবার গুলির আবেদন পত্র গ্রহণ করার কাজ চলে । সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সদ্য গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব পাওয়া রহিমা হোসেন সহ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে দিনমজুর পরিবারগুলিকে বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় । গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রহিমা হোসেন নিজে উপস্থিত থেকে অনেক উপভোক্তাদের আবেদন পত্র পূরণ করে দেন। উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতটি একক সংখ্যায় বোর্ড গঠন করে তৃণমূল কংগ্রেস। নতুন প্রধান হয়েছেন রহিমা হোসেন। আর এই গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড গঠন করার পর এই প্রথম ওই এলাকায় সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। যেখানে এদিন কয়েক হাজার মানুষ নানান সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন উপস্থিত পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তাদের কাছে। গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রহিমা হোসেন জানিয়েছেন, বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনেকেই ভিন্ন রাজ্যে কাজের জন্য যান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিনমজুর পরিবার গুলির জন্য অনেক প্রকল্প এনে দিয়েছেন। সেই সব প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে এর আগেও আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়েছি। এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার দিনমজুর শ্রমিক পরিবারগুলিকে নানান সরকারি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন পত্র পূরণ করে জমা দেওয়ার কাজ করানো হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক এবং বিধবা মহিলাদের যারা ভাতা পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তাদেরকেও দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আরো জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে মণিপুরে নির্মীয়মান রেল ব্রিজ ভেঙে মালদার বেশ কয়েকটি এলাকার ২৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল । ঘটনাটি দুঃখজনক হলেও আমরা চাই এর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শ্রমিকদের জন্য যেসব সরকারি কর্মসূচি উদ্যোগ নিয়েছেন তা পূরণ করার ক্ষেত্রেও এদিন প্রচার করা হয়েছে।

NJP স্টেশনের পাশে বসা ফুটপাতের দোকানের সামনে ব্যারিকেড করে দেওয়ায় প্রতিবাদ INTTUC র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির এনজেপি রেল স্টেশন সংস্কারের নাম করে রেলের কিছু আধিকারিক নিজেদের খুশিমতো কাজ করছেন।এমনটাই অভিযোগ তুলে এনজেপি স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো INTTUC নিউ জলপাইগুড়ি শাখা।জানা গিয়েছে, শুক্রবার আরপিএফ অফিসাররা স্টেশনের পাশে থাকা অস্থায়ী দোকানগুলির সামনে ব্যারিগেট লাগিয়ে দেয়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন ব্যবসায়ীরা।এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় INTTUC নেতৃত্ব সহ কর্মীরা।এই বিষয়ে আইএনটিটিইউসি এনজেপি শাখার সভাপতি সুজয় সরকার জানান, রেলওয়ে স্টেশন সংস্কার করার নাম করে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো কাজ করছে রেলের কিছু কর্তা।আমরা উন্নয়নের পক্ষে।তবে ব্যবসায়ীদের কথাও রেলকে ভাবতে হবে।ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে রেলের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

জমি মাফিয়াদের কাছ থেকে জমি কিনে ১৮ লাখ টাকা প্রতারণা করেছে দম্পতি

উত্তর দিনাজপুর ঃ সরকারি জমিতে অবৈধ্য নির্মাণ ভেঙে দিল মহকুমা প্রশাসন। সেই জমি কিনে বিপাকে পড়ল এক দম্পতি। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অলিগঞ্জ ৩১ জাতীয় সড়কের ধারে। জানা গিয়েছে স্হানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় চার কাঠা জমি ১৮ লক্ষ্য টাকা দিয়ে কিনে ছিলেন ইসলামপুর শহরের আমবাগান এলাকার এক দম্পতি। ওই দম্পতিকে পাট্টা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিক্রি তাদের কাছে জমি বিক্রি করেছিল প্রভাবশালীরা। এবার সেই জমি কিনে বিপাকে পরে যায় ওই দম্পতি। এরপর গত কয়েকদিন আগে মহকুমা প্রশাসনের মাধ্যমে নটিস গেলে ওই দম্পতি বুঝতে পারেন সেই জমিটি সরকারি। এরপর ওই দম্পতি জমি বিক্রেতাদেরকে একাধিক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয় ওই দম্পতি। এরপর মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে আজকে জেসিপি দিয়ে সেই অবৈধ্য নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই দম্পতির দাবি যাদের কাছ তারা জমি কিনে ছিলেন তারা যেন তাদের টাকা বা জমি ফেরত করে দেওয়া হক এটাই দাবি তুলছেন। অন্যদিকে মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিসেট্রেট আরিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এটি একটি সরকারি জমি। এখানে একটি অবৈধ্য নির্মাণ করা হয়ে ছিল। আমরা আজকে সেই নির্মাণ ভেঙে জায়গায় মুক্ত করি। এবং আগামী দিনে এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ করা হবে বলে জানান তিনি।

ফের রাস্তা মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের

শিলিগুড়ি ঃ বেহাল রাস্তার ফলে ফের বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। মঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। এর আগে ওই রাস্তায় একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে এক স্কুল ছাত্রীরও। কিন্তু তারপরেও হুশ ফেরেনি প্রশাসনের।যেকারণে এবার বাধ্য হয়ে রাস্তা মেরামত করাতে পথ অবরোধ করতে হলো বাসিন্দাদের।শুক্রবার সকাল থেকে বারিভাসার ভিআইপি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন বাসিন্দারা। কয়েক ঘণ্টা ধরে পথ অবরোধ করে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।বহুদিন ধরেই ভিআইপি রোডের বেহাল অবস্থা হয়ে রয়েছে। রাস্তায় তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। এতে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ এরপরও সেই রাস্তা মেরামত না হওয়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন বাসিন্দারা। এর আগেও একাধিকবার পথ অবরোধ করেছেন বাসিন্দারা।অবিলম্বে রাস্তা ঠিক না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শীতলকুচিতে আত্মঘাতী হলেন এক বিএসএফ জওয়ান

কোচবিহার ঃ শীতলকুচিতে আত্মঘাতী হলেন এক বিএসএফ জওয়ান। শুক্রবার ভোরে ভারতবাংলাদেশ সীমান্তের শীতলকুচি ব্লকের গাদোপোতা গ্রামের ঘটনা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম এনএম স্বয়ামি। তাঁর বাড়ি অন্ধপ্রদেশে। এদিন ভোরবেলায় নিজের কাছে থাকা বন্দুক দিয়ে বুকে গুলি করে আত্মঘাতী হন তিনি। সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এমন ঘটনা হতে পরে বলে আশঙ্কা করছেন তার সহকর্মীরা।মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত ভার্মা জানান শীতলকুচিতে বিএসএফ জওয়ান আত্মঘাতী হয়েছেন , ময়নাতদন্তের জন্য দেহ কোচবিহারে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জলবায়ু পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে

ঢাকা ঃ খুলনার দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ইউনিয়নে রিপন মণ্ডলদের গ্রামের চারপাশে পাঁচটি নদী আছে। গতবছরের খরায় তার বাবার তরমুজের ফলন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রিপন তার বাবার কষ্ট বুঝতে পারেন।

''আমি বাবার মানসিক কষ্টটা বুঝতে পারি। তাকে আমাদের পড়ালেখার খরচ দিতে হয়। তিনি যে ঋণে ডুবে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারি,'' থমসন রয়টার্স ফাউন্ডেশনকে বলেন রিপন।

তাদের বাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। ''সবচেয়ে কাছের হাসপাতালে গিয়ে মানসিক চিকিৎসক দেখাতে অন্তত দুটি নদী পার হতে হয়। সময়ও অনেকক্ষণ লাগে'' বলে জানান তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হতে পারে বলে বিশ্বব্যাংক সতর্ক করে দিয়েছে।

এদিকে, এই অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মানসিক স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যখাতে কাজ করা পেশাজীবীরা। তারা বলছেন, চরম আবহাওয়া এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা বাড়তে পারে। প্রশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীর সংখ্যা খুব কম হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের।

২০১৯ সালে সরকারের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশেরপ্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজনের মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা আছে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত ও ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাটি বলছে, বন্যার সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বাড়তি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা মানুষের উদ্বেগ ও বিষণ্ণতায় ভোগার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজির অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান বলছেন, প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবীর সংখ্যা খুবই কম।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে বলে মনে করে বাংলাদেশ সরকার। তাই ২০২২ সালের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে বিশেষ করে নারী ও প্রতিবন্ধীদের উপর।

পরিস্থিতির উন্নয়নে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবী, এনজিও ও বিভিন্ন স্টার্টআপ চেষ্টা করছে। প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন এলাকার মানুষকে সহায়তা দিতে স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

যেমন 'মনের বন্ধু' নামের একটি সংস্থা জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে মিলে খুলনার দাকোপ এলাকার মানুষদের মানসিক সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী তৌহিদা শিরোপা বলেন, দুর্যোগ শুধু ভৌত অবকাঠামোরই ক্ষতি করে না, বিভিন্নভাবে মনেরও ক্ষতি করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি। তাই 'জলবায়ু উদ্বেগ' এবং 'ইকোশোক' নামে দুটি বিষয় বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে।

এদিকে, মানসিক চিকিৎসা বিষয়টি বাংলাদেশে এখনও ট্যাবু হওয়ায় অনেক মানুষ, বিশেষ করে গ্রামবাসীরা এখনও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে চান না। পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের শিশু মনোবিদ দীপন চন্দ্র সরকার বলছেন, 'একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না গেলে' মানুষ এখনও মানসিক চিকিৎসা নিতে চায় না।

দীপন চন্দ্র সরকার জানান, এখনও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে দুর্যোগপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চলের অনেক জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা পেশাজীবীর অভাব রয়েছে। সে কারণে সরকার ও এনজিওগুলো মাঝেমধ্যে ঐসব এলাকায় সাইকোথেরাপিস্ট পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি খুব একটা ফলপ্রসু হয় না বলে জানান কয়েকজন মনোবিদ।

তাই বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় টেলিহেলথ সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

'মনের বন্ধু' সংস্থা তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যেন তারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন এমন মানুষদের কোনো পরামর্শকের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিতে পারেন।

এছাড়া বাগেরহাটের সরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মেহেদী হাসান 'জুম' এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী ও জরুরি সেবা কর্মীদের দুর্গত এলাকার মানুষদের কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে, সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

লোকসংগীতের দৌলতে খ্যাতি পাচ্ছে ফিনল্যান্ডের কাউস্টিনেন

ফিনল্যান্ড ঃ বিশ্বায়নের চাপে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। ফিনল্যান্ডের এক অঞ্চলে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ও ছন্দের টানে এখনো অনেক মানুষ ছুটে যাচ্ছেন। এক উৎসবে সেই ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়নের চাপে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। ফিনল্যান্ডের এক অঞ্চলে লোকসংগীত, লোকনৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ও ছন্দের টানে এখনো অনেক মানুষ ছুটে যাচ্ছেন। এক উৎসবে সেই ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে।

আপাতদৃষ্টিতে ফিনল্যান্ডের কেন্দ্রভাগে কাউস্টিনেন অঞ্চল আকর্ষণহীন মনে হলেও বাস্তবে সেই ধারণা ঠিক নয়। সেখানে সন্ধ্যায় মনোরঞ্জনের খাসা ব্যবস্থা। কাউস্টিনেন দূর দূরান্তেও আমুদে সাংগীতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। সেখানকার তরুণ প্রজন্মের কাছেও সেই লংগীত বেশ জনপ্রিয়।

১৬ বছর বয়সি এর্কি অন্য টিনএজারদের মতোই অনেক সময় ল্যাপটপ ঘেঁটে কাটায় এবং গিটার বাজায়। তবে বেহালাকেই সে বেশি গুরুত্ব দেয়। সে বলে, ''যখনই আমি স্কুলে বেহালা বাজাতে চাই আমার কয়েকজন বন্ধু বলে, না না দয়া করে একেবারেই কোরো না। কিন্তু মনে হয় আজকাল আমার বন্ধুদের জন্যও সেটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আমি কিছু লোকগীতি বাজাই।''

এর্কি প্রতি বছর কাউস্টিনেনের লোকসংগীত অনুরাগীদের সঙ্গে এক সপ্তাহ ধরে সারা দিনের রিহার্সালে যোগ দেয়। সবার জন্য উন্মুক্ত সেই উৎসবে সবচেয়ে তরুণ লোকসংগীত অনুরাগীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। গোটা ফিনল্যান্ড থেকে মানুষ এসে সেই উৎসবে যোগ দেন।

বিভিন্ন জায়গায় ঐতিহ্যগত লোকসংগীত লোপ পাচ্ছে। তবে

কাউস্টিনেনের পরিস্থিতি আলাদা। ফিনিশ লোকসংগীত ইনস্টিটিউটের মাটি হাকামেকি মনে করেন, ''কাউস্টিনেনের এমন ধরনের সুখ্যাতি এবং সংগীত, ঐতিহ্য, লোকনৃত্য ও উৎসব না থাকলে পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম হতো। লোকসংগীত আসলে কিন্তু ভবিষ্যতের সংগীত।''

এর্কি সেইসঙ্গে অতীত সম্পর্কেও আগ্রহী। তার ৭৩ বছর বয়সি পিতামহ মাউনো ইয়েরভেলে কাউস্টিনেনের বাদ্যযন্ত্র ও অভিনব ছন্দের ইতিহাস সম্পর্কে সব কিছু জানেন। তাঁর বাবাও সংগীতশিল্পী ছিলেন। তিনি বলেন, ''সে যুগে তার গ্রীষ্মে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজনা বাজিয়েছেন। কমপক্ষে সারা দিন, কখনো এমনকি তিন দিন ধরে অনুষ্ঠান চলেছে।''

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রকল্পের আওতায় সাংস্কৃতিক গবেষকরা ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এমন ধরনের 'স্টোরি' সংগ্রহ করছেন। আইসিএইচ নর্থ প্রকল্পের সারা কাল ফ্র্যোইড্যো বলেন, ''এক জীবন্ত ঐতিহ্য এমন এক প্রক্রিয়া যার বিকাশ ঘটে চলেছে এবং এখনো চালু আছে। কোনো কিছু আর্কাইভে রাখার অর্থ, সেটা আর জীবন্ত ঐতিহ্য নয়। অনেকটা মিউজিয়ামের মতো।''

কাউস্টিনেন এমন এক জায়গা, যা ফিনল্যান্ডের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছে। বিদায়ী কনসার্টের সময়ে আবেগের ঝড় উঠলো।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টটিভস ইউনিয়নের ১৯ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিলিগুড়ি। ঔষধের উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টটিভস ইউনিয়নের ১৯ তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়িতে। রাজ্য সম্মেলনের আগে শুক্রবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে আয়োজিত হয় একটি বিশাল মিছিল। মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে বাঘাযতীন পার্কে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় ১৯ তম রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম, শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এই সম্মেলনে জিএসটি প্রত্যাহার ওষুধের দাম কমানো সহ একাধিক দাবি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হয়।

যুবককে অপহরণের ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ, দুশ্চিন্তায় পরিবার

মালদা এক যুবককে অপহরণের ঘটনা গাজোলে। মুক্তিপণ চেয়ে পরিবারের লোকেদের ফোন করে অপহরণকারীরা। ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। দাবি মতো মুক্তিপণ না পেলে ওই যুবকের দেহ বাড়ির দরজায় ফেলে রাখা হবে বলে শাসানোর অভিযোগ। অপহৃত যুবকের নাম ধনীশ্বর সরকার(২৩)। গাজোল থানার মসলিসবাগে বাড়ি তাঁর। ৫ দিন ধরে নিখোঁজ তিনি। এখনও ছেলে বাড়িতে না আসায় গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবকের মা হিমতি সরকার। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'আমার কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে উড়ো ফোন আসে। ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি আমরা।'

উত্তর দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু, ৩ জন আহত

উত্তর দিনাজপুর --উত্তর দিনাজপুরের গোলপোখর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু, ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থল থেকে আহতদের সরিয়ে গোলপোখর লোধন হাসপাতালে ভর্তি করে। গোলপোখর থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর বিভাগীয় হাসপাতালের পুলিশ মর্গে নিয়ে যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম

শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে একহাত নেন তিনি। তিনি বলেন, আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের কোন প্রয়োজন ছিল না। এরা আলাদা করতে চাইছে কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে পারে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তিনি সৃষ্টি করেছেন আর বিজেপি চাইছে যাতে তারা দাবি করতে পারে শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় চালু করেছে। এসব স্বৈরতান্ত্রিক দল এরকমই করে। ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নয় আরএসএসের রাজনীতির জয়। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচন নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তবে গত বিধানসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন এবং তারপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের তুলনায় বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের সংখ্যা বেড়েছে। সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট ধীরে ধীরে বাড়ছে বলে দাবি করেন তিনি। যদিও হারের বিষয়টি দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। দলের নীতি ও লক্ষ্য কেন মানুষের কাছে পৌঁছালো না বা মানুষ কেন এই জোটকে সমর্থন করলো না তা খতিয়ে দেখার হবে বলে জানান। তবে এই নির্বাচনের আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করায় শাসকদল বাড়তি সুবিধা পেয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিহার থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার হল শিলিগুড়িতে ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হলো তিনজনকে

শিলিগুড়ি বিহার থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার হল শিলিগুড়িতে ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হলো তিনজনকে। ধৃত তিনজন হলো রঞ্জিত কুমার, রাহুল কুমার রায় ও গণেশ কুমার। ধৃতদের শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে সমস্ত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ির নৌকাঘাট মোড় এলাকায় নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের তরফে অভিযান চলছিল। সেই সময় একটি বিহার নাম্বারে চার চাকা গাড়িকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে পুলিশ গাড়ি চালকসহ অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের কথায় অসংগতি মেলে। এরপরই গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে গাড়ি গুলি বিহার থেকে চুরি করে ওই তিনজন অন্যত্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে ঠিক কবে গাড়িটি চুরি করা হয়েছে এবং কোথা থেকে চুরি হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই চক্রে আরো বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

পুর কর্তৃপক্ষের কাছে সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর আবেদন ডেঙ্গি সার্ভে দলের সদস্যদের

জলপাইগুড়ি ঃ ঝড়, বৃষ্টি, রোদে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করলেও সাম্মানিক ভাতা খুবই কম মিলছে। এজন্য সাম্মানিক ভাতা বাড়ানোর আবেদন জানালেন জলপাইগুড়ি শহরের ডেঙ্গি সার্ভে দলের সদস্যরা।জলপাইগুড়ি পুরসভার কাছে এই আবেদন জানান তারা।পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গি সচেতনতা সার্ভে করার জন্য এবার মহিলা কর্মীদের দল নিযাগে করেছে পুরকর্তৃপক্ষ। শনিবার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে সার্ভের কাজ করার সময় ডেঙ্গি প্রতিরোধ সহায়িকা দলের কর্মী ঝুমা চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমরা ডেঙ্গি প্রতিরোধের কাজ করি। জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে আমাদের এই মহিলা সার্ভে টিম তৈরি করা হয়েছে। তবে আমাদের যে সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয় তা খুবই কম।অথচ জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিয়মিত কাজ করে চলেছেন তারা। তাই জলপাইগুড়ি পুরসভার কাছে আবেদন, আমাদের সাম্মানিক ভাতা কিছুটা বাড়িয়ে দিলে আমাদের কাজ করার আগ্রহ আরও বেশি বাড়বে।

আবার মালদায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

মালদা আবার মালদায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু।এলাকায় কাজ না থাকায় পারি দিয়েছিলেন ভিন রাজ্যে,আর সেখানে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু মালদার চাঁচলের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম সন্তু তুরি(৪০)। চাঁচল ১ ব্লকের কলিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকুড়তলা এলাকার বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে সাপের ছোবলে মৃত্যু হয়েছে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের। শনিবার সকালে গ্রামে মৃতদেহ পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন। শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর আকস্মিক মৃত্যুতে চার সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন শেফালী মিশ্র।সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন পরিবার সহ এলাকার বাসিন্দারা। একমাস আগে ষাটদিনের দাদন চুক্তিতে ওই দম্পতি চার নাবালক সন্তান নিয়ে পাড়ি দেন বারাণসী জেলার সাহারানপুরে।সেখানেই নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যুক্ত ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় গত বুধবার দুপুরে সন্তুকে সাপে ছোবল মারে। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার সকালে গ্রামে দেহ নিয়ে ফিরে আসেন স্ত্রী ও সহকর্মীরা।

মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সহ মোট ১৩ দফা দাবিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশনে বসতে চলেছে এ আই ইউ টি ইউ সি সংগঠনের কর্মীরা

কোচবিহার মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি সহ মোট ১৩ দফা দাবিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশনে বসতে চলেছে এ আই ইউ টি ইউ সি সংগঠনের কর্মীরা। এই দিন কোচবিহার সাব ডিভিশন প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন সংগঠনের সভাপতি সনাতন দাস। তিনি বলেন একদিকে দুর্গাপূজায় ক্লাবগুলোকে টাকা দিচ্ছে রাজ্য সরকার অথচ অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধি দাবি তুললে মিড ডে মিল কর্মীদের উপরে নেমে আসছে দুর্ব্যবহার, শুধু তাই নয় বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায়কদের ভাতা। সম্পূর্ণ ভাতাভিদ্ধিকে নিন্দনীয় বলে দাবি করেছেন তারা। অবিলম্বে এই ভাতা খারিজের দাবিতে আংদোলনে নামতে চলেছে সংগঠন বলে জানান তিনি।

বল ব্যাটমিন্টন বাংলায় ছড়িয়ে দিতে নুতন কমিটি গঠন করা হয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ দক্ষিণ ভারতের চেনা পরিচিত খেলা বল ব্যাটমিঃটন বাংলায় ছড়িয়ে দিতে নুতন কমিটি গঠন করা হয়েছে।জলপাইগুড়ি ড্রিস্ট্রিক বল ব্যাটমিন্টন কমিটির গঠনের মধ্যদিয়ে সরকারিরষ মাধ্যম স্কুল দিয়ে এর শুরু করলেন এই সংইঠন।আজ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মান এর মধ্যে এই খেলার যাত্রা শুরু করলেন সংগঠনের পক্ষে।অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বে থাকা ফয়সাল আহমেদ জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক সবিনা খাতুন সাংবাদিকদের জানান তাদের প্রয়াস এই খেলাকে স্কুল কলেজের মধ্যদিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া।এই বল ব্যাটমিন্টনে অনেক সরকারি চাকুরির সুবিধা রয়েছে।এছাড়াও তাদের এই প্রয়াসকে বল ব্যাটমিন্টন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ও বেঙ্গল অলেম্পিক এসোসিয়েশন সম্মত দিয়েছেন।বল ব্যাটমিন্টন এসোসিয়েশন অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল তাদের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছে।এসোসিয়েশন থেকে এও জানান যে এই খেলা ছড়িয়ে দিতে তাদের প্রথম পদক্ষেপ হলো স্কুলে স্কুলে ছাত্রদের উৎসাহিত করা

করোনার পর ভেঙ্গে পরা টুরিজম ব্যবসাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে চলেছেন ইষ্টান হিমালয়ান ট্রাভেল এন্ড টুর অপারেটর এসোসিয়েশন,সপ্তম বিটিএম এ ১৫০টি স্টল নিয়ে এবার হাজির হতে চলেছে

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ার একটি হোটেলে ইস্টান হিমালয়ান ট্রাভেল এন্ড টুর অপারেটর এসোসিয়েশন আয়োজিত সপ্তম বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলেছে।আজ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সংগঠনের পক্ষে সম্পাদক সন্দিপন ঘোষ সভাপতি দেবাশীষ মিত্র সহ অন্যান্য সদস্যরা এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান।৯, ১০ ও ১১ এই তিন দিনের বেঙ্গল মার্টে প্রায় ১৫০টি স্টলে বিভিন্ন দেশ বিদেশে টুর ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ী তথ্য তুলে ধরবেন।এই সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পাদক সন্দীপন ঘোষ জানান করোনা কালের জন্য বিগত বছর গুলোতে তাদের টুরিজম ব্যবসা খুব খারাপ অবস্থায় চলে গেছে।সেই কারনে এই মিটিয়ে মধ্যদিয়ে তাদের ব্যবসাকে টেনে তোলার চেষ্টা করে চলেছি।এবার নেপাল বাংলাদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের প্রতিনিধিরা আসছেন এই মিটে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নুপুর দাস তার পদ থেকে সে ইসতফা

শিলিগুড়ি ঃ কলকাতায় রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারদের নিয়ে একটি বৈঠক হতে চলেছে। সেই বৈঠকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নুপুর দাসকেও ডাকা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র মারফত জানা গেছে, নুপুর দাস সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যেতে বারণ করেছে । যা নিয়ে সংঘাত। তার ফলেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার নুপুর দাস তার পদ থেকে সে ইসথাফা দিয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিদেবপুর কবরডাঙ্গা ডিএফ ব্লাইন্ড স্কুলের ধর্ষণের ঘটনায় অ্যারেস্ট এই স্কুল এর মালিক জাবেশ দত্ত ও রাঁধুনি বাবলু কুন্ডু

কলকাতা ঃ হরিদেবপুর কবরডাঙ্গা ডিএফ ব্লাইন্ড স্কুলের ধর্ষণের ঘটনায় অ্যারেস্ট এই স্কুল এর মালিক জাবেশ দত্ত ও রাঁধুনি বাবলু কুন্ডু। শিশু কল্যাণ সমিতির লোকজন এবং কমিশনের সদস্যরা আজ লালবাজারে সাহায্য নিয়ে হরিদেবপুর থানায় এসে অভিযোগ জানায় সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। যেমনটা জানা যাচ্ছে তিনজন দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের সাথে যৌন নির্যাতন থেকে রেপ এর ঘটনা ঘটিয়েছে এই ব্লাইন স্কুলের মালিক এবং কর্মী। ইতিমধ্যে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে এবং হরিদেবপুর থানার পুলিশ ব্লাইন্ড স্কুল এর ভিতরে প্রবেশ করেছে সাথে লালবাজারের আধিকারিকরা রয়েছে তারা স্কুল ভিতরে সমস্ত বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছে।মূলত এই হোম এর মধ্যে অনাথ এবং গরিব দৃষ্টিহীন বাচ্চাদের রাখা হতো। এই ব্লাইন্ড স্কুলের পিছনে আরো অন্য কোন চক্র চলছিলো কিনা সেটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নৌকা বাইচ খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ , জখম ১২ জন

কলকাতা ঃ নৌকা বাইচ খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়।ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া এলাকায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের অন্তত বারোজন জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে আফতাবউদ্দিন মোল্লা নামে একজন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও রয়েছেন। সকলকেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ক্যানিংয়ের ঠাকুরান খালে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় মানুষদের নিয়ে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । গত মঙ্গলবার থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় । এদিন ছিল সেই খেলার ফাইনাল। ফাইনালে পাশাপাশি দুটি গ্রাম ভলেয়া ও গোবরামারির নৌকা অংশগ্রহণ করে। দুবার নৌকা বাইচ হলে দুপক্ষই একবার করে জেতে। অভিযোগ গোবরামারির লোকেরা দাবী করে তারাই দুবার জিতেছে। এই নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা পরে তা থেকে মারামারি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে জেলা জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

কলকাতা ঃ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে জেলা জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদের হুগলি জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় জেলা পরিষদের পুরাতন ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। প্রথমে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত সভাধিপতি রঞ্জন ধারা। এরপর জেলা পরিষদের পুরাতন সভাকে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের সেক্রেটারি হেমন্ত ঘোষ, ডিসটিক মাস এডুকেশন এক্সটেনশন অফিসার সুদীপ্ত মজুমদার, ডিসটিক লাইব্রেরী অফিসার ইন্দ্রজিৎ পান সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিনের এই মঞ্চ থেকেই শারীরিক প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু ছাত্রছাত্রীর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পরে এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে রঞ্জন বাবু জানান নিরক্ষরতা দূর করতে এবং সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতেই আমাদের এই উদ্যোগ। আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য সকলকে স্বাক্ষর করে তোলা।

বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন

কলকাতা ঃ বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন পুনরায় চালু করতে উদ্যোগী জেলা প্রশাসন। আজ বৈঠক ডাকা হলো বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রিয়াপ্রাঙ্গনে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন পুনরায় চালু করতে আজ দুপুর দেড়টার সময় বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন প্রেক্ষাগৃহে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। আজ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথার অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক এবং বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার। ও বারাসাত থানার আইসি

ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়লাভ, বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলো তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকর্মীরা

শিলিগুড়ি ঃ ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছে তৃনমূল কংগ্রেস। তাতেই বিজয় উল্লাসে মেতে উঠলো তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাশমি চকে সবুজ আবির মেখে বিজয় উল্লাসে মাতে তারা। একে অপরের মিষ্টিমুখ করিয়ে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে বিজয় উল্লাস করা হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নির্ণয় রায় বলেন ধুপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিয়েছে যে আগামীতে বিজেপি বাংলা থেকে নিরুদ্দেশ হতে চলেছে। বাংলায় থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস।

সম্পাদকীয়

মাহসা আমিনির মৃত্যুবার্ষিকী ঃ ইরানি জনগণকে সমর্থন বার্লিনের

ইরানের নীতিপুলিশের হেফাজতে জিনা মাহসা আমিনি নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়। এরপর সরকারবিরোধী তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয় ইরানে। ঘটনার এক বছর উপলক্ষ্যে, জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, বার্লিন ইরানের পাশে আছে। ইরানের জনগণ একা নয়। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক মাহসা আমিনির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে ইরানের জনগণের সঙ্গে বার্লিনের সংহতি প্রকাশের অঙ্গীকার করলেন। ২২ বছর বয়সি এই কুর্দি নারীকে ইরানের নীতিপুলিশ আটককরে। হিজাব ভুলভাবে পরার অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে। ২০২২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর পুলিশি হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। এরপর ইরান সরকারের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা ক্ষোভ চরম আকার নেয়। 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা' এই তিনটি শব্দই বারবার শোনা গিয়েছে সেইসময় ইরানের প্রতিবাদী জনগণের স্লোগানে। নিরাপত্তা বাহিনী সহিংস দমনপীড়ন চালায় প্রতিবাদকারীদের উপরে। বেয়ারবক বলেন, ''ইরানের বিক্ষোভ খবরের শিরোনামথেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেও, আমরা ইরানের জনগণকে একা ফেলে

রাখবো না। ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক এবং জেনেভাতে ইরানের জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়টিকে এজেন্ডায় রাখব।'' জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইইউ ইরানি কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় নথিভুক্ত করছে যাতে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা যায়। অধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, ইরানে বিক্ষোভকারীদেরউপর দমনপীড়নে ৫০০ জনেরও বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''এটা মন ভেঙে দিয়েছিলো আমাদের। আমরা বাইরে থেকে ইরানের পরিস্থিতির বদল করতে পারব না, তবে ইরানের জনগণের 'স্বর' হয়ে উঠতে পিছপা হব না।'' ইইউ শুক্রবার তার নিষেধাজ্ঞার কালো তালিকায় রেভোলিউশনারি গার্ডের একজন কমান্ডারসহ চার ইরানি কর্মকর্তাকে যুক্ত করেছে। দমনপীড়নে ভূমিকা রাখার অভিযোগে ইতিমধ্যে প্রায় ১৭০টি ইরানি কোম্পানি এবং সংস্থার উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদ জব্দ করে ইইউ। চারটি সংশোধনাগার, রেভোলিউশনারি গার্ডের সঙ্গে যুক্ত একটি সংবাদ সংস্থা এবং ইন্টারনেটের উপর নজরদারি করা সুপ্রিম কাউন্সিল অফ সাইবারস্পেসকেও কালো তালিকায় রাখা হয়। এক বিবৃতিতে ইইউ সদস্য দেশগুলি বলেছে, ''ইরানের নারী ও পুরুষদের মৌলিক অধিকারের প্রতি তাদের দৃঢ় সমর্থন পুনর্নিশ্চিত করছে।'' ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াও শুক্রবার ইরানি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ''ইরানের সবচেয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের কয়েকটা'' শাস্তি দেয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলো ইরানের দমনপীড়নের সঙ্গে যুক্ত দুই ডজনেরও বেশি ব্যক্তি এবং সংস্থাকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। বাইডেন একটি বিবৃতিতে বলেন, ''ইরানের জনগণ একাই নিজেরা দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র তাদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' অন্যদিকে, ইরানকে অস্থিতিশীল করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলকে দায়ী করেছে তেহরান। বেয়ারবক বলেন, ''ইরানের গুরুতর এবং ক্রমাগত আইন লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ পরিণতি এই নিষেধাজ্ঞা।'' জার্মানির শীর্ষ কূটনীতিক যদিও বলেছেন যে, ''কূটনৈতিক সমাধানের জন্য উন্মুক্ত জার্মানি।'' আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীতে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে বলে নিরাপত্তা বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরানে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে অধিকার কর্মীরা বলেছেন, কুর্দিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে আমিনির নিজ শহরে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নরওয়ের মানবাধিকার গোষ্ঠী হেনগাওয়ের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকটি কুর্দি শহর ''সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আতঙ্কে রয়েছে। পরিস্থিতি যুদ্ধ ঘোষণার মতো বলে মনে হচ্ছে।''

টিভি অ্যাঙ্করদের বয়কট কেন করল 'ইন্ডিয়া'?

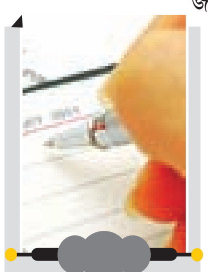

রুবি ব্যানার্জি
প্রাবন্ধিক

ভারতের বিরোধী দলীয় জোট 'ইন্ডিয়া' জানিয়েছে যে তারা জাতীয় টেলিভিশনের ১৪জন অ্যাঙ্করের অনুষ্ঠান এখন থেকে বয়কট করবে। ওই ১৪ জনের মধ্যে অর্ণব গোস্বামীর নামও রয়েছে।

কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী একসঙ্গে এতজন সংবাদ উপস্থাপকের অনুষ্ঠান বয়কট করছে এবং সেই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে জানাচ্ছে, এরকম ঘটনা ভারতে বিরল।

'ইন্ডিয়া' জোট বলছে ওই ১৪ জন উপস্থাপক তাদের সংবাদ-ভিত্তিক বিতর্ক অনুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আসলে 'ঘৃণা' ছড়ান।

যেসব উপস্থাপককে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট, তাদের সাধারণভাবে 'গোদী মিডিয়া' বলে চিহ্নিত করে বিরোধীদলগুলি, কারণ, তারা মনে করে ওইসব উপস্থাপকরা এবং তাদের চ্যানেলগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমর্থক।

বিজেপি এবং সাংবাদিকদের সংগঠনগুলি বিরোধী জোটের এধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। যেসব উপস্থাপকদের বয়কট করার কথা জানিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট, তাদের অনেকেও সামাজিক মাধ্যমে এই ঘোষণার প্রতিবাদ করছেন।

আবার কয়েকজন উপস্থাপক এবং সিনিয়র সাংবাদিক নাম উল্লেখ না করার শর্তে এটা স্বীকার করছেন ওই ১৪ জন সংবাদ উপস্থাপকদের অনুষ্ঠানগুলি দেখলে এটা মনে হয় যে তারা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ নিয়েই কথা বলেন এবং বিরোধীদলের প্রতিনিধিদের হেনস্থা করার জন্যই যেন ডাকা হয়, তা সত্ত্বেও এভাবে আনুষ্ঠানিক বয়কট করা কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষেই অনুচিত এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ।

'ইন্ডিয়া' জোটের পক্ষ থেকে ১৪ জন উপস্থাপকের অনুষ্ঠান বয়কট করার কথা ঘোষণা করে কংগ্রেস নেতা পবন খেরা বলেন, প্রতি সন্ধ্যায় পাঁচটা বাজলেই কয়েকটি চ্যানেলে ঘৃণা ছড়ানোর বাজার বসে যায়। বিগত নয় বছর ধরে এটাই চলছে। বিভিন্ন দলের কয়েকজন মুখপাত্র ওই বাজারে যান, কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, কয়েকজন বিশ্লেষক থাকেন... কিন্তু সত্যটা হল এটাই যে আমরা সবাই ওই ঘৃণার বাজারের ক্রেতা হয়ে হাজির হই।

তার কথায়, আমরা এই ঘৃণার ন্যারেটিভ চালানোর অনুমোদন দিতে পারি না। এই ন্যারেটিভ সমাজকে দুর্বল করছে। আপনি যদি সমাজে ঘৃণা ছড়ান, সেটা হিংসায় পরিণত হয়। আমরা এর অংশ হব না।

বয়কটের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া

ভারতের টিভি চ্যানেলগুলির সংগঠন নিউজ ব্রডকাস্টার্স অ্যান্ড ডিজিটাল এসোসিয়েশন এনবিডিএর সভাপতি ও এবিপি নেটওয়ার্কের মুখ্য কার্যনির্বাহী অবিনাশ পাণ্ডে বলছেন, এই সিদ্ধান্ত সংবাদমাধ্যমের গলা টিপে ধরার মতো। যে জোট গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলে, দেখা যাচ্ছে তারাই তো সেগুলি ধ্বংস করছে। তবে আমরা সব অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো।

'ইন্ডিয়া' জোটের এই সিদ্ধান্ত একটি বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি করছে বলেও মন্তব্য করেছে এনবিডিএ।

তারা বলছে বিরোধী জোট নিজেদের বহুত্ববাদ এবং মুক্ত সংবাদপত্রের সমর্থক হিসাবে বর্ণনা করে কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিকেই আঘাত করে।

যেসব উপস্থাপকদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোট, তাদের মধ্যে রয়েছেন 'আজ তক' চ্যানেলের জনপ্রিয় উপস্থাপক সুধীর চৌধুরী। এই তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স এ (পূর্বতন টুইটার) লিখেছেন, ইন্ডিয়া জোটের সামনে যে সাংবাদিক ও উপস্থাপকরা নির্ভয়ে মোকাবিলা করেছেন, যারা পায়ে চুম্বন করতে অস্বীকার করেছেন, এখন তাদের বয়কট করা হবে। প্রায় অর্ধেক ভারতে এই জোটের সরকার রয়েছে। যখন লোভ, পুরস্কার আর এফআইআর করেও কাজ হল না তখন বয়কট। এখন সর্বশক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর জবাব দেওয়া উচিত ভারতের সংবাদমাধ্যমের। এটা খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

বয়কটের তালিকায় থাকা আরও একাধিক উপস্থাপকও একই সুরে 'ইন্ডিয়া' জোটের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অর্ণব গোস্বামী, অমিশ দেভগন এবং নাভিকা কুমারের মতো উপস্থাপক, যাদের নামও রয়েছে ওই তালিকায়, তারা নিজের সংবাদ অনুষ্ঠানে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছেন।

তারা অবশ্য কেউ পৃথকভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে চান নি।

কিন্তু নাম উল্লেখ না করার শর্তে কলকাতার একটি বাংলা চ্যানেলের এক সিনিয়র সংবাদ উপস্থাপক বলেছেন, এটা ঠিকই যে জাতীয় স্তরের টিভি চ্যানেলের কয়েকজন এমন ভাবে সংবাদ উপস্থাপন করেন বা সান্ধ্য বিতর্ক পরিচালনা করেন, যাতে মনেই হয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা নিয়ে অনুষ্ঠান করতে এসেছেন। ওই সব অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই এমন ভাবে কথা বলা হয়, যেন বিরোধী দলের মুখপাত্ররা কোনও অপরাধী।

তবে এটাও ঠিক যে, সব রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীরই সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। যতই প্রতিকুল পরিস্থিতি তৈরি হোক কোনও টিভি বিতর্ক অনুষ্ঠানে, সেটা তো রাজনৈতিক দলগুলির কাছে একটা মঞ্চ, সেখানে তো তারা জোর গলায় তারা নিজেদের বক্তব্য রাখতেই পারে, বলছিলেন ওই সিনিয়র উপস্থাপক।

'নাৎসিদের মতো কাজ'

'ইন্ডিয়া' জোটের এই বয়কট তালিকায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি।

দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা 'ইন্ডিয়া' জোটের এই সিদ্ধান্তকে নাৎসিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তার কথায়, সংবাদ উপস্থাপকদের এরকম একটা তালিকা প্রকাশ নাৎসিদের মতো কাজ, যেখানে ঠিক করা হয় যে কাদের নিশানা করা হবে। এইসব দলগুলোর মধ্যে এখনও জরুরী অবস্থার মানসিকতা কাজ করছে।

বিজেপির এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তাদেরই একসময়ের সহযোগী দল ও বর্তমানে 'ইন্ডিয়া' জোটের অংশ শিবসেনা (উদ্ভব ঠাকরে গোষ্ঠী)'র নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন যে আদানি গোষ্ঠী এনডিটিভি অধিগ্রহণ করার আগে পর্যন্ত বিজেপিও তো ওই চ্যানেলটিকে বয়কট করত।

৭ বছর বয়কট সহ্য করেছি ঃ রভিশ কুমার

এনডিটিভির প্রাক্তন উপস্থাপক রভিশ কুমার সামাজিক মাধ্যম এক্স (আগেকার টুইটার) - এ 'ইন্ডিয়া' জোটের সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করে লিখেছেন, সাত বছর বয়কট সহ্য করেছি। এমনকি সাত ঘণ্টাও তো হয়নি। মনে হচ্ছে আগামীকালই প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার সংবাদ সম্মেলন করেই ফেলবেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। যেখানে এইসব মানুষরাই প্রশ্ন তুলবেন। তারপরে এরাই সানা ইরশাদ মাট্টুর কাছে এর জন্য ক্ষমা চাইতে যাবেন।

তার এই মন্তব্যের সঙ্গে মি. কুমার বিবিসি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি খবরের স্ক্রিনশট দিয়েছেন, যার শিরোনাম ছিল 'পুলিৎজার বিজয়ী কাশ্মীরি সাংবাদিক সানা ইরশাদ মাট্টুকে ভারত ছাড়তে বাধা'।

সামায়িকী

কবে স্থায়ী উপাচার্য পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে?

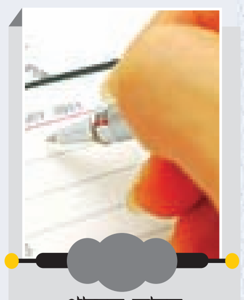

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপাল ও রাজ্যের সংঘাত মিটছে না। সার্চ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে আদালত। দ্রুত কি স্থায়ী উপাচার্য পাবে এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়?

রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিযাগে নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। আচার্য তথা রাজ্যপাল একের পর এক অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিযাগে করেছেন। সেই উপাচার্যদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা অচলাবস্থা দূর করা যাচ্ছে না যেহেতু রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী কোনো উপাচার্য নেই।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকেচ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য। শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতির দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চে। সর্বোচ্চ আদালত উপাচার্য নিযাগের জন্য সার্চ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সার্চ কমিটিতে রাজ্যপাল, রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিরা থাকেন। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই তিন পক্ষকে তিন থেকে পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সুপারিশ করতে হবে। সেই নামগুলির মধ্যে থেকে সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত প্রতিনিধিদের বেছে নিয়ে সার্চ কমিটি গঠন করবে। মামলার পরের শুনানি ২৭ সেপ্টেম্বর। গত ২১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশে বলেছিল, অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিযাগের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। রাজ্য সরকারের অভিযোগ, বৈঠক করতে রাজ্যপাল আগ্রহ দেখাননি। তাকে চিঠি দিলেও জবাব মেলেনি। রাজ্য একই অভিযোগ জানিয়েছে ইউজিসি সম্পর্কে। শুক্রবার দুই বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, কেন আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও আচার্য তথা রাজ্যপাল উপাচার্য নিযাগে নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে বৈঠকে বসেননি? শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর প্রতিক্রিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না, এটাই আমরা বলতে চেয়েছি। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সেই বক্তব্যে মান্যতা দিয়েছে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করে, নিজেদের বশংবদ উপাচার্যদের দায়িত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট নিজেই সার্চ কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়ায় সেই কমিটিতে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকার সম্ভাবনা নেই। শীর্ষ আদালতের নির্দেশের ফলে রাজ্য বিধানসভায় গত আগস্ট মাসে পাশ হওয়া বিলের গুরুত্ব থাকল না। তাতে বলা হয়েছিল, পাঁচ সদস্যের সার্চ কমিটিতে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সরকার ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তিন প্রতিনিধি থাকবেন। বাকি দুজন প্রতিনিধি হবেন রাজ্যপাল ও ইউজিসির।

রাজ্য ও রাজ্যপাল মতবিরোধের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ব্যক্তিগত 'ইগো'র কথা ভুলে দুই পক্ষকে প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে একসঙ্গে চলতে হবে। শিক্ষার মানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তারা রাজ্যপালের সঙ্গে অবিলম্বে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।

এই অচলাবস্থার জন্য রাজ্যকেই দায়ী করছে বিরোধীরা। সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, সুপ্রিম কোর্টকে প্রশাসনের কাজ করে দিতে হচ্ছে। এটা খুবই লজ্জার। তা হলে প্রশাসন থাকার কী দরকার? একই সুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বক্তব্য, দেশের অন্য কোনো রাজ্যে উপাচার্য নিযাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, এমনটা শুনেছেন। এটা আমাদের লজ্জা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্টার রাজা গোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, সুপ্রিম কোর্ট আচার্য নিযুক্ত অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের নিযাগেকে অবৈধ বলেনি। বিচারপতিদের একজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল অফিসার ছিলেন। সুতরাং আদালতের কাছে সমস্যাটা স্পষ্ট। তাই দ্রুততার সঙ্গে দিন দশকের মধ্যে নাম সুপারিশ করতে বলেছে বেঞ্চ।

সামাজিক মাধ্যমে লেখা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর অন্য একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্যের পাঁচ অন্তর্বর্তী উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত ও বারাসত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উপাচার্যদের 'ক্রীতদাস' বলে আক্রমণ করেন ব্রাত্য বসু।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। উপাচার্যরাও এ ধরনের কথার নিন্দা করেছেন। যদিও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে এ কথা বলতেই পারি। বিজেপি এখানে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। তাই বক্তব্য প্রত্যাহার করছি না। এ ধরনের কাদা ছোড়াছুড়ি কয়েকমাস ধরে চলছে। উচ্চশিক্ষার অচলাবস্থায় ভুগছে ছাত্রসমাজ। তাদের সমস্যা কি এ বার মিটবে?

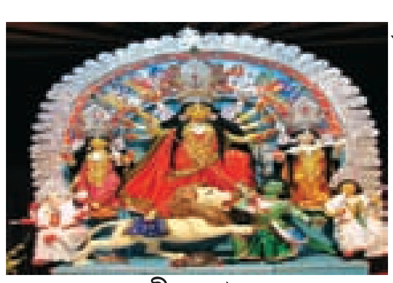

সুনীল কুমার দে

সনাতন ধর্মের ধর্ম সবথেকে কমজোর ও দুর্বল

আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম সবথেকে নিরীহ,কমজোর, সস্তা ও দুর্বল ধর্ম তাই যে কেউ সনাতন ধর্ম কে যা তা বলে,গালাগাল দেয়,সনাতন ধর্ম কে ডেঙ্গু,মেলেরিয়া ও করোনার সাথে তুলনা করে ও শেষ করে দেওয়ার কথা বলে,আমাদের দেব দেবীদের মূর্তি ভাংগে, মন্দির ভাঙে,আমাদের ধর্ম শাস্ত্র গুলো কে পুড়িয়ে দেয়,আমাদের সাধু মহাত্মা ও অবতারদের অপমান করে,আমাদের মা ও বোনদের ইজ্জ্যাত কেড়ে নেয় তবু আমরা চুপ থাকি,নীরব থাকি,প্রতিবাদ করি না,গর্জে উঠি না।কারন আমরা সহন শীল হিন্দু জাতি,আমরা প্রেমের পূজারী,অহিংসার পূজারী।আমাদের মধ্যে একতা নেই।আমরা ভাষা, জাতি, বর্ণ,ও বিভিন্ন মত ও পথ নিয়ে বিভক্ত হয়ে বসে আছি।অন্য ধর্ম কে কেউ কু কথা,অপশব্দ বললে ও নিন্দা করলে সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বলে যাবে।আমাদের ধর্মে অসুরদলনি দুর্গা,শক্তিদায়িনি কালি,ত্রিশূল ধারী শিব ও দশ মহাবিদ্যা আছে যারা অসুরদের বধ করতে পারেন,আমাদের ধর্মে ধনুক ধারী রাম আছেন, চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণ আছেন,কুঠার ধারী পরশুরাম আছেন তবু আমরা অসহায় ও দুর্বল।আমাদের হিন্দু ধর্মে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ ও বীর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম হয়েছিলো,অগ্নি শিশু ক্ষুদিরামের জন্ম হয়েছিলো তবু আমরা অসহায়, দুর্বল, কাপুরুষ ও শক্তিহীন।আমরা আমাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করতে জানি না,আমাদের ধর্ম কে অপমান করলে তার প্রতিবাদ করতে জানি না বরং হি হি করে হাসি ও হাত তালি দি।আমরা হিন্দুরাই হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করি যা সত্যি চিন্তা জনক ও দুর্ভাগ্য।সনাতন হিন্দু জাতি আর কত অপমান সইবে আর কত দিন ঘুমিয়ে থাকবে।

সবসময় হিন্দু ধর্মকে ছোট করে দেখানো এক বিদেশিনী মহিলা সাংবাদিক একবার স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

মহিলা ঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন কে করেছেন ?

স্বামীজী ঃ প্রফেট মহম্মদ .

মহিলা ঃ খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তন কে করেছেন ?

স্বামীজী ঃ জেসাস ক্রাইষ্ট .

মহিলা ঃ হিন্দু ধর্মের প্রবর্তন কে করেছেন ?

স্বামীজী চুপ করে রইলেন।

স্বামীজীর উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণ পর মহিলা সাংবাদিক বললেন ঃ- হিন্দু ধর্মের কোন প্রবর্তক নেই, অতএব হিন্দু কোনও ধর্মই নয়।

এবার স্বামীজী বললেন ঃ আপনি একদম ঠিক বলেছেন। হিন্দু কোনও ধর্ম নয়, এটা বিজ্ঞান !

মহিলা সাংবাদিক অবাক হয়ে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এবার স্বামীজী ওই মহিলা সাংবাদিককে প্রশ্ন করলেন,

স্বামীজী ঃ পদার্থবিজ্ঞান কে আবিষ্কার করেছেন ?

মহিলা ঃ কোনও একজন নয় ।

স্বামীজী ঃ রসায়ন বিজ্ঞান কে আবিষ্কার করেছেন ?

মহিলা ঃ কোনও একজন নয়।

স্বামীজী ঃ জীববিজ্ঞান কে আবিষ্কার করেছেন ?

মহিলা ঃ কোনও একজন নয় ।

এবার স্বামীজী বললেন, আপনার সব কথা ঠিক, আসলে অনেক মানুষ, অনেক বিজ্ঞানী সময়ে সময়ে নিজেদের আবিষ্কারের অবদান রেখে বিজ্ঞানের শাখাগুলি সৃষ্টি করে গেছেন।

হিন্দু ধর্ম হল সেই বিজ্ঞান যা বহু বছর ধরে সাধুসন্ন্যাসীজ্ঞানীমহাত্মাদের সঠিক মার্গ দর্শনে ক্রমশ বেড়ে উঠেছে।

ইসলাম ধর্মের একটাই ধর্ম গ্রন্থ - কোরান ।

খ্রিস্টান ধর্মেরও একটাই ধর্ম গ্রন্থ - বাইবেল।

কিন্তু হিন্দুধর্মের উপর এত ধর্মগ্রন্থ আছে, তাতে একটা লাইব্রেরি হয়ে যাবে।

তাই হিন্দু ধর্ম হল একটা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম যার নাম সনাতন ধর্ম , শাশ্বত চিরন্তন ধর্ম!

জানা অজানা

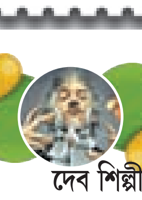

দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা

সুনীল কুমার দে

হিন্দু শাস্ত্র মতে বিশ্বকর্মা দেব হলেন দেবশিল্পী অর্থাৎ দেবতাদের শিল্পী ।

প্রতিবছর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মা পূজা উদযাপিত হয় । দেবগুরু বৃহস্পতির ভগিনী যোগসিদ্ধা ও অষ্টম বসু প্রভাসের পুত্র হলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ।

সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার আদেশে সমগ্র বিশ্বের নকশা তৈরি করে ছিলেন বিশ্বকর্মা দেব ।

তিনি কর্মী,শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের আরাধ্য দেবতা । তার সমস্ত সৃষ্টি নিখুঁত ও অমর । শিল্পীগণ বিশ্বকর্মা পূজোর মাধ্যমে নিজ নিজ শিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করেন ।

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাদেবের কিছু অমর সৃষ্টি ঃ

১. স্বর্গলোক
২. সোনার লঙ্কা
৩.দ্বারকা নগরী
৪. হস্তিনাপুর
৫. ইন্দ্রপ্রস্থ
৬.কার্তিকের শক্তি
৭. দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র
৮. কুবেরের গদা
৯. শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র
১০. মহাদেবের ত্রিশূল
১১.পুরীর জগন্নাথদেব

বিশ্বকর্মা বাবার পূজো উপলক্ষে সকল ভাই বোনদের ও শিল্পীদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।বিশ্বকর্মা বাবার কাছে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে ফের অসম বিধানসভা উত্তাল কংগ্রেসের অনুদান পাওয়া প্রসঙ্গে উত্তাল অসম বিধানসভা

কংগ্রেসের প্রতিবাদের জেরে তিনবার সদন স্থগিত, সারাদিনের জন্য বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগ, এআইইউডিএফ এর নিরলিপ্ত ভূমিকা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বৃহস্পতিবারের বিধানসভা অধিবেশনে পরপর দুইবার সদন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। কিন্তু শুক্রবারের অধিবেশনে মূলত কংগ্রেসের ব্যাপক প্রতিবাদের জেরে তিনবার সদন স্থগিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিধানসভা অধিবেশনের শেষের দিন কংগ্রেসের বিধায়কদের পাশাপাশি নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের ব্যাপক প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে অসম বিধানসভা অধিবেশন। মূলত পি এম কে এএস ওয়াই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এঃটারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান তালিকাভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বিধায়করা উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি করার পাশাপাশি সারাদিনের জন্য সদন ত্যাগ করে। প্রসঙ্গত গতকাল অসম বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে এক্ষেত্রে সভা স্থগিত প্রস্তাবের মাধ্যমে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের বিধায়কদের পাশাপাশি নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার ব্যাপক প্রতিবাদ করেছিলেন। তবে বিধানসভা অধিবেশনের শেষের দিন শুক্রবার গতকালের প্রতিবাদকে আরও তীব্রতার ভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। হাতে হাতে প্লেকার্ড, অধ্যক্ষের আসনের সামনে পৌঁছে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি এদিন বিধানসভার মেঝেতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে বসে পড়েন প্রতিবাদকারী প্রতিজন বিধায়ক। তাছাড়া সারাদিনের জন্য বিধানসভা বয়কট করে নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ, সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার সহ কংগ্রেসের প্রতিজন বিধায়ক সদন ত্যাগ করেন। শুক্রবার অধিবেশনের শেষের দিন প্রশ্নোত্তর কালে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ করিমগঞ্জ জেলাকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকার থেকে দেওয়া ফুল ড্যামেজ পার্শিয়াল ড্যামেজ সংক্রান্তে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এক্ষেত্রে গতানুগতিক উত্তর দিচ্ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন। তবে পরিপূরক প্রশ্নের সময়ে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান সম্পর্কে নগাঁও এ জমি নেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শাসক পক্ষ এই কথার প্রতিবাদ জানতে শুরু করেন। এই অছিলায় কংগ্রেসের প্রতিজন বিধায়ক গত কালের মতো হুলুস্থুল করা শুরু করে দেন। কংগ্রেস বিধায়করা একসাথে নিজের আসন ছেড়ে দাড়িয়ে উঠে সরকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর জমি কেলেঙ্কারি তদন্ত লাগবে বলেই স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি উত্তাল করে তোলে বিরোধীপক্ষ।

এদিকে বিরোধী পক্ষের জোরালো স্লোগান এবং প্রতিবাদের মধ্যেই মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন বিধায়ক অখিল গগৈ কাজিরাঙ্গায় যে জমি দখল করেছেন সেটারও তদন্ত চাই। এরপর মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, জাকির হোসেন সিকদার ব্যাপক তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন। একইভাবে বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী রঞ্জিত দত্ত কংগ্রেসের বিধায়কদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েন। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বারংবার বিরোধীপক্ষ এবং শাসক পক্ষকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানালেও উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে তর্ক বিতর্ক অব্যাহত রাখে। অবশেষে বাধ্য হয়ে সকাল ৯ টা ৩৫ নাগাদ ৩০ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ।

সকাল ১০ঃ০৫ নাগাদ বিধানসভার কার্যসূচি শুরু করেন উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন। শূন্য কালীন ঘন্টার অধীনে অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা উত্থাপন করা মিশন বসুন্ধরা বিষয়ে নিয়ে বক্তব্যের পর মন্ত্রী যোগেন মোহন এর জবাব দেওয়ার সাথে সাথে ফের তৎপর হয়ে ওঠে বিরোধীপক্ষ। সভা স্থগিত প্রস্তাবের দাবিতে কংগ্রেস বিধায়করা জোরালো দাবি উত্থাপন করার পাশাপাশি একজন একজন করে অধ্যক্ষের আসনের সামনে এসে দাড়িয়ে প্লেকার্ড দেখিয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গ দিয়ে সেখানে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। এরপর তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়, দিগন্ত কলিতা, অগপ বিধায়ক রমেন্দ্রনারায়ণ কলিতা বিরোধীপক্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে উল্টো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। এমনকি মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শাসক পক্ষের দাবি ছিল বিধায়কের নামে কাজিরাঙ্গায় থাকা জমি দখলমুক্ত করতে হবে। এর বিপরীতে বিধায়ক অখিল গগৈ ইনক্লাব জিন্দাবাদ ইনক্লাব জিন্দাবাদ বলে ব্যাপক স্লোগান দিচ্ছিলেন। অবশেষে ১১ঃ০৫ নাগাদ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন পাঁচ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করার নির্দেশ দেন।

ফের বিধানসভার কার্যসূচি শুরু হয় ১১ঃ১০ নাগাদ। এর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীপক্ষ হুলুস্থুল শুরু করার ফলে উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন বলেন সবার স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য সময় দেওয়া হবে। কারণ শূন্য কালীন ঘন্টা এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু উপাধ্যক্ষের এই বক্তব্যের প্রতি কোন ধরনের গুরুত্ব না দিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ, অখিল গগৈ এবং জাকির হোসেন শিকদার হাতে প্লেকার্ড নিয়ে উপাধ্যক্ষের আসনের সামনে চলে আসেন। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিধায়করাও এই কার্যসূচিতে যোগ দিয়ে সেখানে জড়ো হয়ে যান। বিরোধী পক্ষের স্লোগানে বিধানসভা ফের একবার উত্তাল হয়ে ওঠে। উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন বলেন বিধানসভার ভিতরে এভাবে স্লোগান দেওয়া চলবে না। বিশেষ করে বিধায়ক অখিল গগৈকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন হাউসওয়েলে এসে এভাবে স্লোগান দেওয়া বিধানসভার নীতির বিরোধী কার্যকলাপ। এক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষকে নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার বারংবার অনুরোধ জানান তিনি। কিন্তু বিরোধীপক্ষ উপাধাক্ষের অনুরোধের ক্ষেত্রে তোয়াক্কা না দিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। এরপর ১১ঃ১২ নাগাদ ১৫ মিনিটের জন্য সবার স্থগিত করে দেন উপাধ্যক্ষ। ১১ঃ২৫ এ ফের বিধানসভার কার্যসূচি শুরু হওয়ার পর বিরোধী পক্ষকে একই প্রতিবাদে সরব হয়ে থাকতে দেখা যায়। অবশেষে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া সারাদিনের জন্য সদন ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে বিধায়ক অখিল গগৈ, মনোরঞ্জন তালুকদার এবং কংগ্রেসের প্রতিজন বিধায়ক বিধানসভা ছেড়ে চলে যান।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের নতুন স্টপেজের সূচনা

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে কুমেদপুর জং. স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪৮১৩১৪৭ (বামনহাট শিয়ালদহ বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ডালখোলা স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৪২১৩১৪১ (নিউ আলিপুরদুয়ার শিয়ালদহ নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) শ্রী খগেন মুর্মু ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের কুমেদপুর জং. স্টেশনে নতুন স্টপেজ সহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। অন্যদিকে, মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) দেবশ্রী চৌধুরী ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ডালখোলা স্টেশনে নতুন স্টপেজ সহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানগুলিতে ডিভিশন থেকে বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকরা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন নং. ১৩১৪৮ (বামনহাট শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ২০.২০ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ২০.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং. ১৩১৪৭ (শিয়ালদহ বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ০৩.৩৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৩.৪০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।ট্রেন নং. ১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ার শিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ১৭.২৬ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৭.২৮ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং. ১৩১৪১ (শিয়ালদহ নিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ০০.০৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০০.১০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে।সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির যে সমস্ত যাত্রী রাজ্যের রাজধানীতে যাওয়া আসা করেন তাঁদের জন্য এই দুটি ট্রেনের নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন ঃ আইন থাকলেও মামলা হয় না

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট আইন থাকলেও তা তেমন প্রয়োগ হচ্ছেনা। এর প্রধান কারণ এই আইনে পুলিশ মামলা নিতে চায়না। আর সাধারণ মানুষও আইনটি সম্পর্কে তেমন জানেন না। কিন্তু এই আইনে কঠোর শাস্তির বিধান আছে। আর এই আইনে মামলা হলে আসামিকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি নির্দোষ। হেফাজত বলতে শুধু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নয়, সরকারি যেকোনো ধরনের হেফাজতকেই বুঝানো হয়েছে আইনটিতে। ফলে সরকারি কর্মকর্মকর্তরা সবাই এই আইনের মধ্যে চলে আসেন। শাহবাগ থানায় ছাত্রলীগ নেতাদের ডেকে নিয়ে নির্মম নির্যাতনের ঘটনার পর এই আইনটির কথা আবার আলোচনায় এসেছে। যদিও প্রশাসনিক তদন্তের বাইরে ওই ঘটনায় নির্যাতনের শিকার ছাত্রদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মামলা করা হয়নি। শাহবাগ থানায় ছাত্রলীগ নেতাদের নির্যাতনের ঘটনা আলোচিত হলেও বাংলাদেশে ওই রকম হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে।মৃত্যুর ঘটনাও অনেক।চলতি বছরে এপর্যন্ত হেফাজতে মৃত্যুর সাতটি ঘটনার কথা জানিয়েছে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র(আসক)। ২০২২ সালে হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ১৯টি। কিন্তু এইসব নির্যাতনের ঘটনায় কখনো মামলা হয়। আবার কখনো মামলা হয়না। মামলা হলেও তা বিশেষ আইনে না হয়ে সাধারণ আইনে হয়। আর এই কারণেই ২০১৩ সালে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনটি কার্যকর হওয়ার পর এপর্যন্ত মামলা হয়েছে মাত্র ২৯টি। আর শাস্তি হয়েছে মাত্র একটি মামলায়। ২০১৪ সালে মিরপুরের পল্লবী এলাকায় জনি নামে এক ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে মারা যান। তার পরিবার এই আইনে মামলা দায়ের করেন। ২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আদালত পল্লবী থানার তখনকার এসআই জাহিদুর রহমান জাহিদ, এসআই রশিদুল ইসলাম এবং এএসআই কামজ্জামান মিন্টুসহ এই তিন জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। তাদের দুইজন সোর্সকে দেয়া হয় সাত বছরের কারাদণ্ড । হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু(নিবারণ) আইনটি বাংলাদেশে জাতিসংঘের বাধ্যবাধকতার কারণে করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ড বিরোধী সনদে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। আর সে কারণেই আইনটি করতে হয়েছে। তবে আইনটি প্রণয়নের প্রেক্ষাপটে আরো বলা হয়েছে যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং যেহেতু জাতিসংঘ সনদের ২(১) ও ৪ অনুচ্ছেদ নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও কারাদণ্ড অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের দাবি করে। এই আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং মামলা করতে হয় বিচারক অথবা পুলিশের এসপি পদ মর্যাদার কোনো কর্মকর্তার কাছে। আর আদালত বা পুলিশ যেখানেই মামলা করা হোক না কেন মামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে। নিরাপত্তা দিতে হবে। আর মামলা দেশের যেকোনো এলাকায় করা যাবে। ফলে হেফাজতে নির্যাতনের প্রতিকার পেতে এই আইনের সুবিধা অনেক। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান বলেন, এই আইনটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো বাদীকে নয়, আসামিকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি অপরাধী নন। কারণ কেউ যখন হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হন তখন নির্যাতনকারীরা সাক্ষী রেখে নির্যাতন করেনা। আর যার হেফাজতে নির্যাতন হয় পরিস্থিতি পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে নির্দোষ। তারই তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়। '' তবে এই মামলাটির তদন্তে কোনো প্রশিক্ষণ নেই তদন্তকারীদের। ফলে যে অল্প কিছু মামলা হয়েছে তার অধিকাংশই ফাইনাল রিপোর্টে তদন্তকারী বলেছেন, বাদী মামলা প্রমাণ করতে পারেননি। কিন্তু এই আইনে মামলা বাদীর প্রমাণের বিষয় নয়, আসামি প্রমাণ করবেন যে তিনি নির্দোষ। বলেন এই আইনজীবী। এই আইনে ৯০ দিনের মধ্যে মামলার তদন্ত এবং ৩০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করার বিধান আছে। ইশরাত হাসান বলেন, শুরু থেকেই পুলিশ এই আইনটির বিরোধিতা করে আসছে পুলিশ। তারা চায়না এই আইনটি কার্যকর হোক এবং এই আইনে মামলা হোক। '' মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের(আসক) সাধারণ সম্পাদক নূর খান বলেন, আইনটির যা অবস্থা তা দেখে বলা যায় যে জাতিসংঘ সনদের বাধ্যবাধকতার কারণে আইনটি করা হয়েছে। এটা প্রয়োগ বা কার্যকর করার আদৌ কোনো ইচ্ছা সরকারে নাই। এই আইনটি নিয়ে তেমন প্রচারও নেই।'' তবে তার কথায়, এই দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মামলা করা এত সহজ নয়। তারা এমন একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যে কেউ মামলা করতে সাহস পায়না। আর সাহস করে কেউ মামলা করলেও তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ নেতাদের থানায় নিয়ে নির্যাতনের পর অনেক কথা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তারা এখনো দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মামলা করেননি। এই ঘটনায় হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু(নিবারণ) আইনেও মামলা করা যায়। কিন্তু মামলা তো তারা করছেনা। এ থেকে পরিস্থিতি যে কত খারাপ তা বোঝা যায়।'' মানবাধিকার কর্মী বলেন, আর পুলিশ শুরু থেকেই এই আইনটি বাতিলের দাবী করে আসছে। তারা চায়না তাদের হেফাজতে নির্যাচন ও মৃত্যুর জন্য আলাদা কোনো আইন থাকুক। তারা একটি দায়মুক্তির পরিবেশ চায়।'' আর ইশরাত হাসান বলেন, ছাত্রলীগ নেতাদের নির্যাতনের ঘটনায় হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু(নিবারণ) আইনে একটি এবং আরেকটি অপহরণ মামলা হতে পারে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোনো মামলা তো আমরা দেখছিনা।

রাজ্য ৪১০ টি বন্ধ হয়ে থাকা সেচ প্রকল্প ৩৬ কোটি টাকা খরচ করে রিভিউ সম্পন্ন, ৮০০ কোটি টাকা খরচ করে ২৩ টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী অশোক সিংহলের

রাজ্যের মাত্র ১৪ শতাংশ কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থা করেছে সরকার অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কৃষির জন্য স্বাভাবিকভাবে সেচ ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু রাজ্যের মাত্র ১৪ শতাংশ কৃষি জমিতে সরকার সেচ ব্যবস্থা করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বিধায়ক অখিল গগৈ। তবে রাজ্যের বিভিন্ন সেচ প্রকল্প নদীর প্রকৃতির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। কিন্তু এরপরেও রাজ্য ৪১০ টি বন্ধ হয়ে থাকা সেচ প্রকল্প ৩৬ কোটি টাকা খরচ করে রিভিউ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নতুন ভাবে ৮০০ কোটি টাকা খরচ করে ২৩ টি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

অসম বিধানসভা অধিবেশনের শেষের দিন শুক্রবার প্রশ্নোত্তর কালে বিধায়ক অখিল গগৈ বলেন সরকার মাত্র ১৪ শতাংশ রাজ্যের কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে। তবে কবে নাগাদ ১০০ কৃষি জমিতে এই ব্যবস্থা করা হবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি। এর জবাবে মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন রাজ্যে সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে আগের থেকেই সমস্যা রয়েছে। কারণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার পরেই নদী পথ পরিবর্তন করে নেওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। অসমের নদীর প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত। এই ধরনের নদীর প্রকৃতির জন্য প্রকল্পের কাজে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে গত দুই বছরে ৩৬ কোটি টাকা খরচ করে ৪১০ টি সেচ প্রকল্প রিভিউ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৬৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থা রিভাইভ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ১০০০ টি টিউবেল দেওয়ার মাধ্যমে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ২৩ টি শেষ প্রকল্পের কাজ চলছে। এটা সম্পূর্ণ হলে ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে জল দেওয়া সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন রাজ্যের সেচ ব্যবস্থার জন্য সবমিলিয়ে ১৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পের চিন্তাভাবনা রয়েছে। এরমধ্যে ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন করে ২৩ টি সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিভাগ যাবতীয় ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেখানে নদী নেই সেখানে টিউবল দিয়ে জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বন্ধ হয়ে থাকা প্রতিটি প্রকল্প এ কিভাবে কাজ শুরু করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। উল্লেখ্য এই বিষয়ে সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার পরিপূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

আসনকে চ্যালেঞ্জ না জানানোর জন্য মন্ত্রী কেশব মহন্তকে সতর্ক বার্তা উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনের

বিরোধীপক্ষ অহরহভাবে আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পরও কেন উপাধ্যক্ষ নীরবে থাকেন প্রশ্ন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম বিধানসভায় এক নজিরবিহীন ঘটনা। একজন মন্ত্রীকে রীতিমত সতর্কবার্তা দিলেন উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন। অধ্যক্ষ কিংবা উপাধ্যক্ষের আসনকে চ্যালেঞ্জ না জানানোর জন্য সতর্ক করে দিয়ে মন্ত্রী কেশব মহন্তকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। উপাধ্যক্ষ বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রে এভাবে আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো উচিত নয়। তবে একজন মন্ত্রীকে এভাবে উপাধ্যক্ষের ধমকের সুরে কথাবার্তা হজম করতে পারেননি মন্ত্রী পিযুষ হাজরিকা। তিনি বলেন বিরোধী পক্ষ থেকে অহরহ অধ্যক্ষ কিংবা উপাধ্যক্ষের আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। সেক্ষেত্রে উপাধ্যক্ষ কিছু না বললেও একজন মন্ত্রী যদি এই কাজ করে তাহলে কেন সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন তিনি।

বিধানসভা অধিবেশনের শেষের দিন শুক্রবার কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন পয়েন্ট অফ অর্ডারের মাধ্যমে ডিলিমিটেশন সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী করা মন্তব্য নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। এরপর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া শর্ট নোটিস প্রশ্ন উত্থাপন করার পর কংগ্রেস বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদার পয়েন্ট অফ অর্ডার এর মাধ্যমে তার লিখিত প্রশ্ন সংক্রান্তে সরকারের দেওয়া উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করেন। তবে উপাধ্যক্ষ এক্ষেত্রে কোনো গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে তিনি নিজে কিছু সময়ের জন্য সদন ত্যাগ করেন। এরপর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম, বিধায়ক অখিল গগৈ, বিধায়ক বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ নিজের নিজের শর্ট নোটিস প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীরা এর জবাব দিয়েছেন। পয়েন্ট অফ অর্ডার এবং শর্ট নোটিশ প্রশ্ন উত্তর একসঙ্গে চলার ফলে সেই সময় বিধানসভায় এক বিভ্রান্তময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে মন্ত্রী কেশব মহন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনকে বর্তমান সদনে কি চলছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

অবশেষে শর্ট নোটিশ প্রশ্নোত্তর কাল শেষ হওয়ার পর উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন বলেন আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো উচিত নয়। এখন কি চলছে বলে প্রশ্ন করে এক প্রকারে আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থায় এভাবে অধ্যক্ষ কিংবা উপাধ্যক্ষের আসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো যায় না। উপাধ্যক্ষের এই মন্তব্যের পর বিরোধীপক্ষের বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রতিজন বিধায়ক টেবিলে হাত দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করে বিষয়টির সমর্থন জানান। তবে কোনো মন্ত্রীকে এভাবে উপাধ্যক্ষ ধমকের সুরে কথা বলায় এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে কিছু বলার পর উপাধ্যক্ষ যেভাবে মন্তব্য করলেন সেটা বিরোধী পক্ষের তরফে যখন করা হয় তখন উপাধ্যক্ষ করেন না। বিরোধীপক্ষ অহরহভাবে আসনকে চ্যালেঞ্জ জানালেও এক্ষেত্রে কিছু বলেন না উপাধ্যক্ষ।

এরপর উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন বলেন সদনের পরম্পরা বাঁচিয়ে রাখা প্রত্যেকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব। এক্ষেত্রে শুধু অধ্যক্ষ কিংবা উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব নয় প্রতিজন বিধায়কের দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেকে যদি বিধানসভার নিয়ম মেনে চলেন তাহলে কারো অসুবিধা থাকে না। সুন্দরভাবে বিধানসভার যাবতীয় কার্যসূচী সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিধানসভা পরিচালনার নিয়ম উলঙ্গ করলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আগামী বিধানসভার আগে প্রত্যেক বিধায়ককে সদনের যাবতীয় নীতি নিয়ম অধ্যয়ন করে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া কোনো বিধায়ক নিয়ম ভঙ্গ করলে সেক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন।

পাথারকান্দিতে রোহিঙ্গা রয়েছে বলে স্থানীয় বিধায়কের অভিযোগ পলিটিক্যাল স্টান্ট কি প্রশ্ন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থের

পার্শিয়াল ড্যামেজের ক্ষেত্রে সরকারের মাত্র ৪ হাজার টাকা দেওয়ার নিয়মের প্রতিবাদ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিধানসভায় নাম উল্লেখ না করেই পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ। এক্ষেত্রে পাথারকান্দিতে রোহিঙ্গা রয়েছে বলে স্থানীয় বিধায়কের অভিযোগ পলিটিক্যাল স্টান্ট কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। তবে মন্ত্রী যোগের মোহন বিষয়টি এড়িয়ে গেলেও পার্শিয়াল ড্যামেজের ক্ষেত্রে সরকারের মাত্র ৪ হাজার টাকা দেওয়ার নিয়মের ক্ষেত্রে কংগ্রেস বিধায়ক যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেটার তিনি জবাব দিয়েছেন। অসম বিধানসভা অধিবেশনের পঞ্চম অর্থ শেষের দিনে প্রশ্নোত্তর কালে কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ করিমগঞ্জ জেলাকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকার থেকে দেওয়া ফুল ড্যামেজ পার্শিয়াল ড্যামেজ সংক্রান্তে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সময় পাথারকান্দি স্থানীয় বিধায়কের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে সেখানে রোহিঙ্গা থাকার বিষয়টি বিধায়কের পলিটিক্যাল স্টান্ট কিনা সেক্ষেত্রে মন্তব্য করেন। তাছাড়া তিনি বলেন সরকার ফুল ড্যামেজ এর ক্ষেত্রে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়ার বিপরীতে পার্শিয়াল ড্যামেজ এর ক্ষেত্রে মাত্র ৪০০০ টাকা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের হাতে টাকা নেই নাকি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন বর্তমান যে হারে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে তথা জিনিসপত্র দাম বেড়েছে এর ফলে যে কোন ব্যক্তির ঘর মেরামতি করার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে এই সংক্রান্তে মাত্র চার হাজার টাকা দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই বলে মতামত ব্যক্ত করেন বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ।

এর জবাবে রাজস্ব মন্ত্রী যোগেন মোহন বলেন রাজ্য সরকার নিজস্বভাবে কিছু করছে না। এক্ষেত্রে ২০২২ সালের ১০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। সেই হিসাবে ফুল ড্যামেজ এর ক্ষেত্রে পূর্বের ৯৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়ে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা করা হয়েছে। তাছাড়া পার্শিয়াল ড্যামেজ এর ক্ষেত্রে ৪০০০ টাকা ধার্য করা রয়েছে। তবে রাজ্যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফান্ড থেকে অতিরিক্ত ভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করে সরকার। তাছাড়া পাকা ঘরের ক্ষেত্রের ৬০০০ টাকা এবং কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে ৪০০০ টাকা দেওয়া হয়। তবে এর মাঝামাঝি ৪০-৫০ হাজার টাকার একটি স্ল্যাব প্রস্তুত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হবে। এক্ষেত্রে অতি শীঘ্রই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি স্বয়ং দিল্লির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী যোগেন মোহন।

আজ আটলান্টার বিপক্ষে খেলবেন না মেসি

লাপাজ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে লিওনেল মেসির গোলেই ইকুয়েডরকে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। তবু মেসির জন্য ম্যাচটা অম্লমধুর হয়ে আছে। চোটে পড়ায় ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ না করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। এরপর বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ ছিল আর্জেন্টিনার। দলের সঙ্গে বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজে গেলেও মেসিকে ম্যাচের স্কোয়াডেই রাখেননি কোচ লিওনেল স্কালোনি। যদিও মেসিকে ছাড়াই বলিভিয়াকে ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে ওই দুটি ম্যাচই ছিল আর্জেন্টিনার। বিরতি শেষে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন মেসি। ধারণা করা হচ্ছিল, আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই দেখা যাবে তাঁকে।

তবে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, আজ রাত ৩টার ম্যাচটিতে খেলবেন না মেসি। টিওয়াইসি স্পোর্টস, ওলে, ইএসপিএন আর্জেন্টিনাসহ আরও কিছু সংবাদমাধ্যম মেসির না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ইন্টার মায়ামির আজকের ম্যাচটা হবে আটলান্টার মাঠ মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যারেনায়। আটলান্টা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। মায়ামি থেকে শহরটির দূরত্ব প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার। ইএসপিএন বলছে, ম্যাচটি খেলতে দলের সঙ্গে আটলান্টা যাননি মেসি।

এর আগে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো টাটা মার্তিনো জানিয়েছিলেন, মেসি ভালো আছেন। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে তিনি শেষ অনুশীলন সেশন থেকে ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান, 'ওকে (মেসিকে) নিয়ে আমাদের নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আছে।'

সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয়েছে মেসিকে। মায়ামি ও আর্জেন্টিনা মিলিয়ে সর্বশেষ ১২ ম্যাচে মাঠে ছিলেন ১০১৩ মিনিট। একাধিকবার টাইব্রেকারে মীমাংসা হওয়া ম্যাচগুলো হিসাবে আনলে সময়টা আরও বেশি। সামনের দিনগুলোতেও রয়েছে ঠাসা সূচি। এমন পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে মেসিকে মাঠে নামালে হিতে বিপরীত হতে পারে। লম্বা সময়ের জন্য তাঁকে হারানোরও শঙ্কা আছে। মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া নিয়ে মার্তিনো বলেছেন, 'এটা এমন কিছু, যা আমরা জানতাম যেকোনো পর্যায়ে ঘটবে। তবে সে আমাদের চাহিদার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে এ ধরনের মৌসুমের জন্য, যখন অনেক ম্যাচ থাকে। এমনিতে প্রতি ম্যাচ খেলা, ৯০ মিনিট করে মাঠে থাকা, এর মধ্যে (সপ্তাহে) দুইতিন দিন ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।'

সামনের দিনগুলোতে মেসি ও ইন্টার মায়ামির জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। ২১ সেপ্টেম্বর দলটি খেলবে টরন্টো এফসির বিপক্ষে। টরন্টো এই মুহূর্তে ইস্টার্ন কনফারেন্সের তলানিতে আছে। কানাডার ক্লাবটির বিপক্ষে পূর্ণ ফিট মেসিকে পাওয়া এবং সহজ জয়ের প্রত্যাশাই থাকবে মায়ামি সমর্থকদের।

২৫ সেপ্টেম্বর মেসিদের পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ অরল্যান্ডো সিটি। ফ্লোরিডা ডার্বির এ ম্যাচে চাপ থাকলেও মায়ামির বর্তমান ছন্দ বিবেচনা করলে জয় পাওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়। গত মাসে ওরল্যান্ডোকে লিগস কাপের ম্যাচে হারানোর সুখস্মৃতিও আছে মায়ামির। সে ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন মেসি।

এই ম্যাচগুলোর পর আরেকটি বড় উপলক্ষ আসবে মেসির সামনে। ২৭ সেপ্টেম্বর ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে মেসিদের প্রতিপক্ষ হিউস্টন ডায়নামো। এ ম্যাচেও মেসির দিকেই থাকবে সবার চোখ। তাঁর হাত ধরে ইন্টার মায়ামি পেয়ে যেতে পারে নিজেদের ইতিহাসের দ্বিতীয় শিরোপা। আর মাসের শেষে মেসিরা এমএলএসের ম্যাচে মুখোমুখি হবে নিউইয়র্ক এফসির।

এশিয়া কাপের ফাইনালের আগে ভারত দলে সুন্দর

কলকাতা ঃ এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে ভারতীয় স্কোয়াডে যোগ হচ্ছেন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর। বাংলাদেশের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচে চোট পাওয়া অক্ষর প্যাটেল যদি ফাইনালে খেলতে না পারেন, সেই সতর্কতা হিসেবে সুন্দরকে দলে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে ৩৪ বলে ৪২ রানের ইনিংস খেলেন অক্ষর। এই ইনিংস খেলার পথে কয়েকবার আঘাত পান এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। আঘাত পাওয়ার পরও ব্যাটিং চালিয়ে যান অক্ষর। গতকাল ব্যাটিংয়ের সময় ডাইভ দিয়ে কবজিতে ব্যথা পাওয়ার পর বাউন্ডারি থেকে তাওহিদ হৃদয়ের লম্বা থ্রো এসে লাগে অক্ষরের হাতে। ইএসপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, তাঁর হাতে কোনো চিড় না ধরলেও বিশ্বকাপের আগে অক্ষরকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এ ছাড়া হ্যামস্ট্রিং চোটের অভিযোগও করেছিলেন অক্ষর। এই কারণেই তাঁকে ঘিরে এই বাড়তি সতর্কতা। বর্তমানে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার সুন্দর সর্বশেষ ভারতের হয়ে খেলেছেন গত আগস্টে, আয়ারল্যান্ড সিরিজে।

তবে ওয়ানডেতে সুন্দর সর্বশেষ খেলেছেন চলতি বছরের জানুয়ারিতে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এশিয়ান গেমসের ভারতের স্কোয়াডে থাকায় ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির কন্ডিশনিং ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। ধারণা করা হচ্ছে, এশিয়া কাপ শেষে সেই কন্ডিশনিং ক্যাম্পে যোগ দেবেন তিনি। যদি অক্ষর ২২ তারিখ শুরু হতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলার জন্য ফিট থাকেন, তাহলেই এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডে যোগ দেবেন সুন্দর।

ভারতের হয়ে ১৬ ওয়ানডে খেলা সুন্দর ২৯.১২ গড়ে রান করেছেন ২৩৩ , উইকেট নিয়েছেন ১৬টি। ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়েও ছিলেন সুন্দর। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত একজন ব্যাটসম্যানের দিকে ঝুঁকেছে। তাই বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।

এত চেষ্টার পরও ভারতপাকিস্তান ফাইনাল না হওয়ার 'দায়' কার

কোলম্বো ঃ কী, হিংসা হচ্ছে? সব হিসাবনিকাশ তো ভুল প্রমাণিত হলো! কৌশল করে বানানো সূচিটাও মাঠে মারা গেল। কত অঙ্ক কষে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এশিয়া কাপের সূচি বানানো হলো, যেন ফাইনালের আগেই ভারতপাকিস্তান ম্যাচ কয়েকবার দেখা যায়। ফাইনালেও এই দুই প্রতিবেশীকে প্রত্যাশা করে তাঁদের উঠে আসার পথে দুএকটা 'কাঁটা'ও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কথায় আছে, মানুষ প্রত্যাশা করে এক, হয় আরেক। অনেকটাই শিক্ষাজীবনে পরীক্ষার মতো। দেখা যায়, যে সিলেবাস ঠোঁটস্থ করে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, সেটার 'অর্ধেক' এসেছে, বাকিটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতশ্রীলঙ্কা টাইপের প্রশ্ন!

ভেঙে বলা যাক। ভারতপাকিস্তান ম্যাচ ক্রিকেটের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত লড়াইগুলোর একটি। সেটি শুধু রাজনৈতিক বৈরী সম্পর্কের আঁচে জমজমাট লড়াইয়ের জন্য নয়, টাকাপয়সাও আয় হয় এন্তার। অন্য যেকোনো ম্যাচের তুলনায় এই দ্বৈরথ থেকে বাণিজ্যিকভাবে বেশি লাভবান হন আয়োজকেরা। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এশিয়া কাপ হবে আর সেখানে ভারতপাকিস্তান অংশ নেবে, কিন্তু তাদের যতটা বেশি সম্ভব মুখোমুখি দাঁড় করানো হবে না, তা হয় না। শুধু ক্রিকেটীয় চেতনায় তো আর পেট ভরবে না, টাকাপয়সার ব্যাপারও তো দেখতে হবে, নাকি! তাই শুধু এবার নয়, এশিয়া কাপে প্রায় প্রতিবারই এমন হয়েছে, সামনেও হবে আলবত।

কমিকের চাচা চৌধুরীর মতোযাঁর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়েও প্রখরবুদ্ধিমান আয়োজকেরা এবার এশিয়া কাপে ভারতপাকিস্তানকে এক গ্রুপে রেখেছিলেন। দুই দলই যেন পরের পর্বে উঠতে পারেছিল সেই বন্দোবস্তও। গ্রুপ পর্বের খাদ থেকে দুই দলের পরের পর্বে ওঠার 'পাটাতন' হিসেবে রাখা হয়েছিল নেপালকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো 'দুই দিনের বৈরাগী' হয়ে থাকা নেপালকে বেশ মজা করে হারিয়েই প্রত্যাশামতো সুপার ফোরে উঠে এসেছিল ভারত ও পাকিস্তান। আর এই পর্বে কোনো কৌশল নয়, সূচির দাবি মেটাতেই অবধারিত ছিল একটি ভারতপাকিস্তান ম্যাচ।

কিন্তু বুদ্ধিমানেরা অতীত থেকে শিক্ষা নেন। গ্রুপ পর্বে ভারতপাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার লোকসান তো তাঁরা ভোলেননি। সুপার ফোরেও তেমন কিছু হলে পয়েন্ট আর নেট রান রেটের হিসাবে ভারতপাকিস্তান ফাইনাল দেখার স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে! আয়োজকদের তাই ফাঁদতে হয় নতুন কৌশল। ভারতপাকিস্তান ম্যাচে উড়িয়ে আনা হয় রিজার্ভ ডে। এ নিয়ে তখন অনেকেই 'হা রে রে রে' করে আওয়াজ তুলে বলেছিলেন, এর মাধ্যমে বাকি দলগুলোর সঙ্গে অন্যায় করা হলো। এই 'বোকা'দের দলে ছিলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রিকেটার চারিত সেনানায়েকে। এবার এশিয়া কাপের ড্র দেখে তাঁর মনে হয়েছে ভারতপাকিস্তান ফাইনাল নিশ্চিত করতে এই সূচি যোগসাজশ করে বানানো! ভেঙ্কটেশ প্রসাদ সোজাসাপ্টা বলেছিলেন, এটা লজ্জাহীনতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। বাকিদের সঙ্গে অন্যায়।

আসলে আবেগের বশে তো কত কিছুই বলা হয়! কিন্তু চাইলেই কি আয়োজকদের মতো গভীর সাম্যবাদী হওয়া যায়? যে বা যাঁরা পেটে দেয়, তাঁদের অবহেলা কিংবা কিলও সহ্য করা যায়! এই যে ভারত, এই যে পাকিস্তানএসব দল যত বেশি মুখোমুখি হবে, আয় তত বেশি, তার মানে টাকার ভাগও তত বেশি। কিংবা এভাবেও ভাবতে পারেন, সেই যে ছোটবেলার ক্রিকেট খেলার মতো। ব্যাট যাঁর, সেই খেলার কর্তা, আর কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠা চার দলের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, গুণে, মানে ভারতপাকিস্তানের চেয়ে কে এগিয়ে! চেতনা শিকেয় তুলে আয়োজকদের মতো ক্রিকেটের কোষাগারে তাকিয়ে একটু ভেবে বলুন তো, এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলার দাবিদার কারা? এখন নিশ্চয়ই আর অমত করতে পারবেন না!
বরং বলতে পারেন, আয়োজকদের যোগসাজশ করে সূচি বানানোর জন্য এক পশলা করতালি দেওয়াই যায়। আসল সাম্যবাদী তো তারাই!

শুধু সাম্যবাদী কেন, সাহসীও। এশিয়া কাপের ধারাকে এবার উল্টে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল তাদের। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্টে এর আগে ১৫টি সংস্করণে কখনো ভারতপাকিস্তান ফাইনাল দেখা যায়নি। এবার যেন তা হয়সে লক্ষ্যে সূচিটা বানানো হয়েছিল 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'এর দক্ষতায়। ফাইনালসহ ৩টি ম্যাচ হবে ভারতপাকিস্তানএই প্যাঁচ কষেছিলেন আয়োজকেরা। তবে অধিক উত্তেজনায় এশিয়া কাপের গতিপ্রকৃতি সম্ভবত তারা ভুলে গিয়েছিল। এটা জানা থাকলে ভারতপাকিস্তান ফাইনালের জন্য সম্ভবত তারা 'অন্য ব্যবস্থা' নিতেন। সেটা কী ব্যবস্থাএবারের ভুল শুধরে নিয়ে আয়োজকেরা নিশ্চয়ই দেখিয়ে দেবে আগামী আসরে।

সে পর্যন্ত একটি তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো, এশিয়া কাপে এবারসহ মোট ১২ বার ফাইনালে উঠল শ্রীলঙ্কা। এর আগে অনুষ্ঠিত ১৫টি সংস্করণের মধ্যে যে দল ১১ বারই ফাইনাল খেলেছে, সে দলকে এবার সূচি বানানোর সময়ই মনে মনে হিসাবের বাইরে রাখাটা আয়োজকদের অসম সাহসিকতার পরিচয়ই বটে! আরেকটু সাহস দেখিয়ে এর পক্ষে তারা পাল্টা যুক্তিও দিতে পারে, এবার এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠা দলগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কাই সম্ভবত সবচেয়ে দুর্বল। দয়া করে 'জাত গেল, জাত গেল' বলে তেড়ে আসবেন না! বাংলাদেশকে এই হিসাবে রেখেই কথাটা বলা।

ভেবে বলুন তো, এশিয়া কাপ শুরুর আগে সবচেয়ে বেশি চোটজর্জর ছিল কোন দল? ভারী নাম নেই, তারকার বাহার নেইএমন কোনো দল যদি এবার এশিয়া কাপে থেকে থাকে, সেটাও শ্রীলঙ্কাই। বাংলাদেশও এশিয়া কাপ শুরুর আগে বড় বুলি ছেড়েছে। শ্রীলঙ্কার কিন্তু সে সুযোগও ছিল না। তাই আয়োজকদের হিসাব মোটেও ভুল ছিল না। ক্রিকেট গোল বলের খেলা। যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে! এখন আয়োজকদের (ভারতপাকিস্তান ফাইনাল) বাড়া ভাতে শ্রীলঙ্কা ছাই দিয়ে বসলে তাদের কী করার আছে! হ্যাঁ, একটা কাজই করার আছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'পারিব না' কবিতার সেই লাইনটি তাঁরা শোকসন্তপ্ত বুকে দাওয়াই হিসেবে লাগাতে পারেএকবার না পারিলে দেখ শতবার!
মানে, এবারও যেহেতু হলো না, তাই আগামীবার নিশ্চয়ই একই চেষ্টা করা হবে! আয়োজকদের জন্য করতালি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় কী হয়, এর গুরুত্ব কতটা?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সারা বিশ্বের সব দেশের নেতারা বৈঠকে বসেন এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। একই মঞ্চে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতা ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে সাক্ষাত হয় বলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই সভাকে 'কূটনৈতিক স্পিড ডেটিং' ইভেন্ট হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন অনেক কূটনীতিক।

এবারের সাধারণ পরিষদের সভায় প্রধান আলোচনা বিষয় থাকবে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুটি। এর পাশাপাশি প্রাধান্য পাবে ইউক্রেন যুদ্ধও।

কিন্তু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কেন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা? জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের গুরুত্বই বা কী?

জাতিসংঘ ও সাধারণ পরিষদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ গঠন করা হয়, তখন এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা।

সেসময় ৫১টি দেশ নিয়ে তৈরি হওয়া সংস্থাটির বর্তমান সদস্য দেশ ১৯৩টি। এর বাইরেও পোপের অধীনে থাকা রোমের অঞ্চল হোলি সি বা ভ্যাটিকান সিটি এবং ফিলিস্তিনও জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ গঠন করা হয়, তখন এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা।

সহজভাবে বললে, জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য পারস্পারিক সহায়তার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘের অধীনে সারা বিশ্বে কয়েক হাজার উন্নয়ন প্রকল্প, ত্রাণ কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা পরিচালিত হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু থেকে শুরু করে, শিক্ষা, শিশু অধিকার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়ে থাকে জাতিসংঘের তত্বাবধানে।

জাতিসংঘের প্রধান শাখা ছয়টি। যার মধ্যে তিনটি শাখাকে মনে করা হয় সংস্থাটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

এগুলো হল সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১৫টি দেশ, যাদের মধ্যে স্থায়ী সদস্য দেশ ৫টি। বাকি দশটি দেশ দুই বছরের জন্য সদস্য পদ পায়। আর সেক্রেটারিয়েটকে বিবেচনা করা হয় জাতিসংঘের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে। বিভিন্ন দেশের হাজারো কর্মী কাজ করেন নিউ ইয়র্ক, জেনিভা, নাইরোবি আর ভিয়েনায় অবস্থিত জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়গুলোতে। এই শাখাগুলোর মধ্যে সাধারণ পরিষদের সভার মধ্য দিয়েই জাতিসংঘের অধিকাংশ কাজ শুরু হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই সংস্থাটির একমাত্র শাখা যেখানে ১৯৩টি সদস্য দেশের সবাই প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। প্রতিটি সদস্য দেশই এই সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পায়।

এই সাধারণ পরিষদের সভায় প্রত্যেক দেশের নেতা অথবা দেশটির কোনো একজন প্রতিনিধি সাধারণত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। এবং যেসব বিষয়ে ভোটাভুটি হয়ে থাকে সেখানে ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। আর সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্যের ভোট সমান গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব কে হবেন, তাও নির্ধারণ করে থাকে। পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য কারা হবে এবং জাতিসংঘের বাজেট কেমন হবে, সেটিও নির্ধারণ করা হয় সাধারণ পরিষদে।

এবারের সভায় টেকসই উন্নয়ন নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৮ ও ১৯শে সেপ্টেম্বর। ঐ সভায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' কীভাবে অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবে। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধা ও দারিদ্র নিরসন, সারা বিশ্বে মানুষের আয় বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য সুপেয় জল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

এরপর ১৯ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে সাধারণ সভার আলোচনা।

এই আলোচনা পর্বে সাধারণত বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের প্রতিনিধি নিজ নিজ রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উথ্থাপন করেন এবং সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে ২০শে সেপ্টেম্বর 'ক্লাইমেট অ্যামবিশন সামিটে।' জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, মহামারি মোকাবেলা ও পরমাণু অস্ত্র বাতিল করার বিষয়েও আলোচনা হয়ে থাকে।

প্রতি বছর সাধারণ পরিষদের সভা শুরুর আগে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এ বছর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো'র কূটনীতিক ডেনিস ফ্রান্সিস।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নেতারা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় অংশ নিতে আসলেও মূলত সভার বাইরে নেতাদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে হওয়া বৈঠকগুলোই সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে ওঠে। এবারের সাধারণ সভায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অংশ নেবেন এবং তার দেশে চলমান যুদ্ধ নিয়ে বক্তব্য দেবেন।

তবে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চীনের প্রেসিডন্টে শি জিনপিং ও ফ্রান্সের প্রেসডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবারের সাধারণ সভায় যোগ দেবেন না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাকও এবারের সভায় অংশ নেবেন না বলে বিভিন্ন খবরে বলা হচ্ছে।

সাধারণত সাধারণ সভায় প্রথম বক্তব্য দেয় ব্রাজিলের নেতা, তারপর বক্তব্য রাখেন স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। একসময় যখন সাধারণ পরিষদের সভায় কোনো দেশ শুরুর বক্তব্য রাখতে চাইতো না, তখন ব্রাজিল স্বপ্রণোদিত হয়ে শুরুতে বক্তব্য দেয়ার রেওয়াজ চালু করেছিল। সেই রীতি মেনেই এখনও ব্রাজিলই সভার সূচনা বক্তব্য দেয়।

জাতিসংঘের ছয়টি আনুষ্ঠানিক ভাষার ‑ আরবি, চাইনিজ, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ‑ যে কোনো একটি ব্যবহার করে প্রত্যেক দেশের নেতা বা নেতার প্রতিনিধি বক্তব্য দিতে পারে। প্রত্যেক সদস্যকে ১৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে বলা হলেও প্রতিনিয়তই এই নিয়ম ভাঙা হয়ে থাকে। যেমন সাধারণ সভায় দীর্ঘতম ভাষণ দেয়ার রেকর্ড কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রোর। ১৯৬০ সালে তার বক্তব্যের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে চার ঘণ্টা।

প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা দেশের নাম অনুযায়ী ইংরেজি অ্যালফাবেটিক অর্ডারে বসে থাকেন। তবে প্রথম আসনে কোন দেশ বসবে, তা নির্ধারণ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

এ বছরের সভায় প্রথম আসনে বসবে নর্থ মেসিডোনিয়া।

টুকরো খবর

জমি কেনার আগে যে পাঁচটি বিষয় জানা প্রয়োজন

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে জমি কেনাবেচা বিষয়টি সতর্কতার সাথে না করা হলে বিপত্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা যেমন একটি ইস্যু, আবার নানা ধরণের জালিয়াতির শিকার হওয়ার ঘটনাও ঘটে প্রায়শই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে, তাড়াহুড়ো না করে জমি কেনার আগে কিছু বিষয় যাচাই করে নিতে পারলে প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। ভূমি সংক্রান্ত কিছু সরকারি অফিসের তথ্য এবং ভূমি নিয়ে কাজ করা সুপ্রিম কোর্টের দুইজন আইনজীবীর কাছ থেকে নেয়া কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো যেগুলো জমি কেনার আগেই লক্ষ্য রাখা জরুরী। জমি কেনার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মালিকানার প্রমাণ সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্র। যেসব কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে হচ্ছে ‑ জমির দলিল, ওয়ারিশ সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সিএস এসএ আরএস মহানগর মিউটেশন পড়চা, ডিসিআর, খাজনার দাখিলা ইত্যাদি। বিশেষত দলিল, মিউটেশন বা নামজারির কাগজপত্র এবং খাজনা হালনাগাদের তথ্যের দিকে প্রাথমিকভাবে জোর দেন আইনজীবীরা। জমিভেদে সিএস, আরএস বা অন্য কাগজেরও প্রয়োজন হতে পারে, তাই যতদূর সম্ভব সেগুলো জোগাড় করা প্রয়োজন, যাতে জমি সংক্রান্ত অতীত তথ্য, বর্তমান মালিকানা, পরিমাপ ইত্যাদির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই সম্ভব হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এএসএম সাকিব শিকদার বলেন, কাগজপত্রের বর্তমান মালিকানার বিষয় ছাড়াও ২৫ বছরের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যের দিকে জোর দেয়া হয়। পুরনো দলিলের সাথে পরবর্তী নামজারির খতিয়ান মিলছে কীনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় মিউটেশনের (নামজারি) সময় আরেক জমির কিছু অংশ কাগজে চলে আসে। অথবা মামলা বা দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে মিউটেশন বাতিলের মত ঘটনাও ঘটতে পারে, এমন ক্ষেত্রে কাগজগুলো মিলিয়ে নিতে হয়, বলেন মি. শিকদার। যিনি জমি বিক্রি করছেন তিনি ক্রয়সূত্রে নাকি উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হয়েছেন এ বিষয়গুলোও পরিস্কার হতে হয়। যদি উত্তরাধিকারসূত্রে হয় তাহলে অন্য উত্তরাধিকার আছে কী না সেটি যাচাই করা জরুরী। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই করতে তিনটি অফিসে যেতে হবে। তহসিল বা ভূমি অফিস, এসি (ল্যান্ড) বা সহকারী ভূমি অফিস এবং সাবরেজিস্ট্রার অফিস। তহসিল বা ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ জমির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পেতে তহসিল অফিস সবার আগে গুরুত্বপূর্ণ। খাজনার রশিদটি সঠিক কীনা, প্রস্তাবিত দাগ ও খতিয়ানের জমির প্রকৃত মালিক কে, জমিতে কোন সরকারি স্বার্থ জড়িত আছে কীনা সেটি দেখতে হবে। এখানে সরকারি স্বার্থ বলতে খাস জমি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি , ওয়াকফ এস্টেট এবং সরকারি অধিগ্রহণের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন ,জমি সংক্রান্ত অভিযোগ, দ্বন্দ্ব, মামলার তথ্য নিশ্চিত করতে তহসিল হচ্ছে প্রাথমিক জায়গা। এসি ল্যান্ড অফিস ‑ মিউটেশন বা নামজারি সংক্রান্ত তথ্য বা দ্বন্দ্বের বিষয়ে নিশ্চিত হতে যেতে হবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে। বিক্রেতার নামজারির কাগজপত্র (মিউটেশন পড়চা, ডিসিআর) ঠিকঠাক না হলে জমি রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হবে না। তহসিল এবং এসি (ল্যান্ড), এই দুই অফিস থেকে তথ্য যাচাইয়ের দিকে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন আইনজীবী মি. শিকদার। সাবরেজিস্ট্রার অফিস ‑ তহসিল এবং এসি ল্যান্ড অফিস ছাড়াও সাবরেজিস্ট্রার অফিসে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন আইনজীবী জাহাঙ্গীর হোসেন। মি. হোসেন বলেন, সাম্প্রতিক বেচাকেনার রেকর্ড, অর্থাৎ ছয় মাস থেকে এক

বছরের মধ্যে সে জমি বিক্রি সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিতে সাব রেজিস্ট্রার অফিসে যেতে হবে। মিঃ হোসেনের মতে অনেক সময় অন্যান্য সব তথ্য একই থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে একই জমি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেয়ার মতো ঘটনা থাকতে পারে। সেজন্য সাবরেজিস্ট্রার অফিসে তথ্য নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করছেন তিনি। কাগজপত্রের তথ্য পাওয়ার পর জমি কিনতে সরেজমিনে গিয়ে দেখার ব্যাপারে জোর দিচ্ছেন । এতে করে জমিটি কেমন, সেখানে কোনো ডোবা বা পুকুর আছে কিনা, রাস্তার অবস্থান কী, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে। এছাড়া সেই জমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে কিনা, বা জায়গা যেমন কাগজে উল্লেখ রয়েছে তার থেকে কমবেশি আছে কিনা সেসব বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এছাড়া এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করাটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে অনেক ক্ষেত্রেই 'ভূমিদস্যু'রা সংশ্লিষ্ট জমির আশেপাশে থাকতে পারে যারা 'সব ঠিক আছে' এমন ধারণা দিতে পারে বলছেন মিঃ হোসেন। জায়গাটি 'একাধিকবার ভিজিট' করার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি, কারণ তাঁর মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দশজন মানুষ হলে একজন অন্তত থাকে যিনি গোপনে হলেও সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। এছাড়া সম্ভব হলে ভূমি অফিসের ম্যাপ সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী জমির উল্লেখিত দাগ মিলিয়ে নিতে পারলেও ভালো হয়। জমির কাগজপত্র ও সরেজমিন যাচাই ‑ দুটো ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা ব্যাপারে জোর দেন আইনজীবীরা। সাধারণত জায়গাজমি ক্রয়ের আগে বেশিরভাগ মানুষ আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করেন না। আইনজীবী জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন আইনজীবীদের পরামর্শ না নিলেও জমি সংক্রান্ত ভালো জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

এতো কিছু নিশ্চিত করে নেয়ার একটা বড় উদ্দেশ্য জমি নিষ্কটক নিশ্চিত করা। কারণ মামলা মোকদ্দমায় বা মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ পরবর্তীতে ক্রেতার জন্য বাড়তি ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। বড় জমি বা বেশিমূল্যবান সম্পত্তির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান দেয়ার পরামর্শ দেন আইনজীবী মি. শিকদার। অনেক সময় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধমে জমি কেনাবেচা হয়। সেক্ষেত্রে সাবরেজিস্ট্রার অফিসের সহায়তায় মূল মালিকের সাথে অন্তত যোগাযোগ করে নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন মি. হোসেন। কারণ এমন অনেক মামলা পরবর্তীতে আসে যেখানে ভুয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মধ্য দিয়ে জমি বিক্রি করা হয়। যে কোনও অবস্থাতেই জমি কেনার ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ত্বভোগীর সাথে আলোচনা না করে সরাসরি মালিকের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এসব কিছু যাচাই করতে সময় লাগলেও কম দামে কিনতে তাড়াহুড়ো করতে গেলে সর্বসান্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। জমির সব কাগজপ্ত্রের বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকলে কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে সাবরেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে দলিল প্রস্তুত করতে হবে। দলিল লেখার সময় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, তাই দলিল চূড়ান্ত করার আগে ড্রাফটে যা যা বলা হয়েছে সেসব তথ্য সঠিকভাবে এসেছে কিনা সেগুলো যাচাই করে নেয়ার কথা বলছেন আইনজীবী মি. শিকদার। সব ঠিক করে দলিল চূড়ান্ত হলে এর পরপরই মিউটেশন বা নামজারির জন্য আবেদন করতে হবে। এখন নামজারির বিষয়টি অনলাইনে করে নেয়া সম্ভব। এর বাইরে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে রশিদ নেয়ার এবং সাক্ষী রাখার এবং যতটা সম্ভব চেক বা ব্যাংকের মাধ্যমে টাকাপয়সা লেনদেন করার পরামর্শও দিচ্ছে কক্সবাজার সদর উপজেলা ভূমি অফিস। আরও কিছু বিষয় নিশ্চিত করা কথা বলা হয়েছে জাতীয় তথ্য বাতায়নে। সেগুলো হলো জমির দলিলের স্ট্যাম্প এবং দলিল রেজিষ্ট্রির রশিদ ক্রেতার নামে নিশ্চিত করে কিনে রশিদ যত্নসহকারে রাখা, জমি রেজিট্রির সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর করা, বিক্রেতার নামে নামজরিপ কপি এবং আরএস পর্চা উপস্থাপন করা। আগের তুলনায় ভূমি অফিসের তথ্য সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই সহজ হয়েছে বলে মত মি. শিকদারের। নতুন আইন ও জরিপের মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো আরও পরিস্কার হওয়ার ধারণা দিচ্ছেন তিনি। যেমন আগে জমি দখল একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হতো। এজন্য কেউ জমি কিনলে সেই সাথে দখন নিশ্চিত করাটাও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু নতুন আইনে দখলকে বাদ দিয়ে দলিলে নজর দেয়ায় দখল সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে বলে মনে করছেন মিঃ শিকদার।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17:09:2023

বাইডেনের সাথে সেলফি ও মাখোঁর ঢাকা সফর' নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা চাপ কমবে?

ঢাকা ঃ ভারতে জি২০ সম্মেলনের সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেলফি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নানা নতুন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনার দু'দিন পরেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ঢাকা সফর করলেন। সেলফিতে শেখ হাসিনার সাথে জো বাইডেনের হাস্যোজ্জ্বল ছবিকে 'সম্পর্ক উন্নয়নের' বার্তা হিসেবে দেখেন কেউ কেউ। একটি সম্মেলনে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ ও ছবি তোলা আদৌ বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত বহন করে কীনা সে প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। নির্বাচনের আগে ভারতে আলোচিত হাসিনা-বাইডেনে

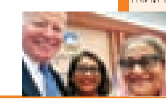

সেলফি আর এক সপ্তাহের মধ্যেই দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও ফ্রান্সের উচ্চ পর্যায়ের সফর দু'টিকেও বাংলাদেশের রাজনীতির আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রশ্নে এ বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সাথে সামনে আনছে ক্ষমতাসীন দল। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল আলম হানিফ মনে করছেন, এগুলো বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের ইতিবাচক অবস্থান হিসেবেই দেখছেন। সব মিলিয়ে একটা ইতিবাচক ধারণা বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের সফলতার জায়গা, বলেন মি. হানিফ।

শিগগিরই কয়লা খনির কাজ শুরু হলে ঝাড়খণ্ডের কোষাগার ভরবে, রাজস্বের সঙ্গে বাড়বে কর্মসংস্থান

- সরকার প্রতি বছর ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে শুধুমাত্র গোন্দলপুরা খনি প্রকল্প থেকে
- বিদ্যুৎ সংকট থেকে মুক্তি মিলবে , স্থানীয় মানুষ অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে

বারকাগাঁও (হাজারীবাগ) । ঝাড়খণ্ডে এত বেশি কয়লা রয়েছে যে রাজ্য উড়িষ্যা এবং ছত্তিশগড়কে আয়ের দিক থেকে পিছনে ফেলে দিতে পারে , তবে এটি তখনই সম্ভব যদি এখানে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় এবং বরাদ্দকৃত কয়লা ব্লকগুলিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খনির কাজ শুরু করা হয় । যদি আমরা ঝাড়খণ্ডে কয়লা উৎপাদনের কথা বলি , তাহলে ২০২২ সালে ১৩০.১০৪ টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছিল , যেখানে ২০২১ সালে ১২৩.৪২৮ টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছিল । ২০১৯ সালে , কয়লা উৎপাদন সর্বকালের সর্বোচ্চ ১৩৪.৬৬৬ টন মিলিয়নে পৌঁছেছে । সামগ্রিকভাবে দেশের কথা বললে , আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বেশি জোর দেওয়ায় ২০২১-২২ সালে কয়লা উৎপাদন বেড়ে ৭৭৮.২১ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে । যেখানে , ২০২২-২৩ সালে কয়লা উৎপাদন ১৪.৭৬ বৃদ্ধির সাথে ৮৯৩.০৮ মেট্রিক টন ছিল । কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিআইএল) এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলি ২০২০-২১ সালে ৫৯৬.২২ মেট্রিক টন এবং ২০২১-২২ তে ৬২২.৬৩ মেট্রিক টন উৎপাদন করেছে , যা ৪.৪ বৃদ্ধির নিবন্ধন করেছে । ২০২২-২৩ সালে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কয়লা উৎপাদন ১২.৯৪ বৃদ্ধির সাথে ৭০৩.২১ মেট্রিক টন এ দাঁড়িয়েছে ।

ঝাড়খণ্ড ডিএমএফটি থেকে ভাল আয় করেছে

দেশের চারটি রাজ্যের কয়লা উৎপাদনের তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যায় , মোট কয়লা উৎপাদনের ৮০ শতাংশের মধ্যে ছত্তিশগড়ের অংশ প্রায় ২২ শতাংশ , উড়িষ্যার ২১ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশের ১৮ শতাংশ এবং ঝাড়খণ্ডের । এর শেয়ার প্রায় ১৭ । ডিএমএফটি (ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফান্ড ট্রাস্ট) সম্পর্কে কথা বললে , ঝাড়খন্ড এই তহবিলের অধীনে দেশের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শীর্ষ তিনটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে । কোকিং কয়লা উৎপাদনে শীর্ষে রয়েছে ঝাড়খণ্ড । তবে সামগ্রিক কয়লা উৎপাদনে ঝাড়খণ্ড চতুর্থ স্থানে রয়েছে । প্রথম স্থানে রয়েছে ছত্তিশগড় , দ্বিতীয় স্থানে ওড়িশা এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ । ঝাড়খণ্ড গত বছর ১১৯.২২৬ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করেছে এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

একটি কয়লা খনি থেকে পাঁচ থেকে ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে

রাজ্য সরকার কয়লা সমৃদ্ধ এলাকা হাজারীবাগের বারকাগাঁওয়ে বরাদ্দকৃত কয়লা ব্লকে শীঘ্রই খনন শুরু করে রাজস্বের অতিরিক্ত সুবিধা পাবে , যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে । খনি বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে , গড়ে একটি কয়লা ব্লক পাঁচ থেকে দশ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয় , যার মধ্যে রয়েছে কাছাকাছি দোকান খোলা , ডাম্পার অপারেটর এবং অন্যান্য ব্যবসা ইত্যাদি । বারকাগাঁওয়ের কয়লা খনিগুলি ভারত সরকারের তরফে কয়লা মন্ত্রক এনটিপিসি , এনএমডিসি , আদানি এবং জেএসডব্লিউ এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বরাদ্দ করেছে । এখানে খনন কাজ শুরু হলে এলাকার চিত্র পাল্টে যাবে এবং উন্নয়নের নতুন মাত্রা দৃশ্যমান হবে । স্থানীয় পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে এবং রাজ্য সরকারও রাজস্বের বিশাল সুবিধা পাবে । শুধুমাত্র আদানি এঃটারপ্রাইজের গোন্ডালপুরা খনির প্রকল্প শুরু হলেই রাজ্য সরকার প্রতি বছর প্রায় ৬০০ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে । এত বিপুল পরিমাণ অবকাঠামো , শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত জীবন প্রদানে ব্যবহার করা যেতে পারে । কয়লা খনন শুরু হলে অবৈধ কয়লা পাচারও বন্ধ হবে । একটি পরিসংখ্যান অনুসারে , ঝাড়খণ্ড থেকে প্রতিদিন প্রায় ৫৩০ ট্রাক অবৈধ কয়লা বের হয় । এই সমস্ত কয়লা চুরি বন্ধ খনি বা খনিগুলি থেকে ঘটে যা আনুষ্ঠানিকভাবে খননের জন্য অপেক্ষা করছে , যার মধ্যে বনভূমিও রয়েছে । এ কারণে সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে হচ্ছে ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশকে বাইরে থেকে কয়লা আমদানি করতে হয়

গ্রীষ্মকালে , ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে । উৎপাদন বাড়াতে কয়লা কোম্পানিগুলোর ওপর চাপ রয়েছে । তথ্য অনুসারে , কোল ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি ২০২৩-২৪ সালের জন্য এক হাজার মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে । যাইহোক , ভারত সরকারকে এখনও বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে প্রায় ১০০ মিলিয়ন টন কয়লা আমদানি করতে হয় । ঝাড়খণ্ডের কথা বললে , গ্রীষ্ম এলেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লার ঘাটতি দেখা দেয় , যার জেরে মানুষকে বিদ্যুতের সমস্যায় পড়তে হয় । বিশেষ করে হাজারীবাগে বিদ্যুতের সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে । এমতাবস্থায় শিগগিরই খনন শুরু হলে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বাড়বে এবং সাধারণ মানুষ অনেকটাই স্বস্তি পাবে ।

এলিয়েন আছে নাকি নেই? নাসার নতুন তথ্য

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা বৃহস্পতিবার এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, যার মূল বিষয়বস্তুই ছিল মহাকাশে এলিয়েনের অস্তিত্ব আছে নাকি নেই? সারা পৃথিবীর অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে ছিলেন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই রিপোর্টের দিকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব একটা সন্তোষজনক কিছু মিলেনি প্রতিবেদনে। অর্থাৎ এলিয়েনের উপস্থিতির তারা কোন প্রমাণ পান নি কিন্তু আবার সম্ভাবনা উড়িয়েও দিতে পারছে না নাসা। দীর্ঘ ১ বছর ধরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর ৩৬ পৃষ্ঠার যে রিপোর্ট দিলো নাসা, তার অধিকাংশই বিভিন্ন কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পূর্ণ।

এই রিপোর্টে যাবার আগে তাই কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আগে পরিষ্কার ধারণা প্রয়োজন।

এলিয়েনদের বাহন ঃ ইউএফও নাকি ইউএপি

আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট সংক্ষেপে ইউএফও। বাংলায় যেটাকে অশনাক্ত উড়ন্ত বস্তু বলা যেতে পারে।

মহাকাশে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন যেসব বস্তুর নড়াচড়া চোখে পড়ে বলে দাবি করা হয়, সেগুলোকে ইউএফও হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই ইউএফও নিয়ে মানুষের আগ্রহ বহুদিন ধরে। কেউ কেউ চমক লাগাতে বলে থাকেন এগুলো আসলে এলিয়েনদের বাহন।

কোন প্রমাণ না থাকলেও দুনিয়াজুড়ে এই ইউএফও'র অস্তিত্ব বিশ্বাস করার লোকেরও অভাব নেই। প্রচুর ভিডিও গেমস আর চলচ্চিত্রে এই ইউএফওর উপস্থিতি পাওয়া যায়।

এই ইউএফও'কে মার্কিন স্পেস এজেন্সি নাসা বলে থাকে ইউএপি বা আনআইডেন্টিফাইড অ্যানাম্যালাস ফেনোমেনা। বাংলায় বলা যেতে পারে অশনাক্ত অস্বাভাবিক ঘটনা।

এখন এই ইউএফও বা ইউএপি যেটাই বলি না কেন, তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গত বছর এক আলাদা গবেষক দল নিয়োগ করে নাসা।

১৬ সদস্যের এই দল গত বছরের অক্টোবর থেকে শুরু করে গবেষণা। যাদের উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়টি নিয়ে যেভাবে নানা চাঞ্চল্যকর আলোচনা হয়ে থাকে, অর্থাৎ আসলেই পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা সেসব বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা।

এ গবেষণায় কী পেলেন তারা সেটাই তুলে ধরা হয় নাসার এই ইউএপি স্টাডি রিপোর্টে।

প্রমাণ নেই, তবে থাকতে পারে

এই রিপোর্টের একেবারে শেষ পাতায় বলা হয়েছে 'এরকম উপসংহারে আসার কোন কারণ নেই' যে শত শত যেসব ইউএপি নিয়ে নাসা তদন্ত করেছে সেগুলো দেখা যাওয়ার পেছনে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর হাত আছে।

তবে যাই হোক...এসব বস্তু আমাদের সৌরজগতের ভেতর দিয়েই ভ্রমণ করেছে এখানে পৌঁছাতে, রিপোর্টে বলা হয়েছে।

যদিও রিপোর্টে বলা হয়নি যে বহির্জাগতিক কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে, কিন্তু নাসা আবার এই ব্যাপারটা অস্বীকারও করেনি যে সম্ভবত পৃথিবীর অভ্যন্তরে অজানা কোন এলিয়েন প্রযুক্তি হয়তো কাজ করে চলেছে।

তবে নাসার প্রশাসক বিল নেলসন স্বীকার করেন বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীর মতো আরেকটা গ্রহ থাকতে পারে।

আপনি যদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেন যে এই বিশাল সৌরজগতে অন্য প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা আমি বলবো হ্যাঁ, বলেন মি. নেলসন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে খোলামেলা ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কাজ করবেন তারা।

ইউএপি বিষয়ে তথ্যের স্বল্পতা

নিকোলা ফক্স, নাসার বিজ্ঞান মিশন অধিদপ্তরের সহযোগী প্রশাসক, বলেন ঃ ইউএপি আমাদের এই গ্রহের অন্যতম বড় এক রহস্য। আর এর প্রধান কারণ হল এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যের অভাব।

যদিও প্রতিনিয়ত অসংখ্য ইউএপি দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়, কিন্তু মি. ফক্স বলছেন আমাদের হাতে আসলে পর্যাপ্ত তথ্য নেই যার সাহায্যে আমরা সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক সমাপ্তি টানতে পারি যে এই ইউএপিগুলো কেমন ও কোথা থেকে আসছে?

রিপোর্টে বলা হয় বেশিরভাগ ইউএফও ব্যাখ্যা করা গেলেও কিছু পাওয়া যায় যেগুলো মনুষ্যসৃষ্টও না আবার প্রাকৃতিক কারণেও হয়নি।

মি. ফক্স ঘোষণা দেন নাসা ইউএপি গবেষণায় একজন নতুন পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে তার নাম পরিচয় না জানালেও তার কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি, তিনি একটা বিশদ ডেটাবেজ তৈরি করবেন যাতে ভবিষ্যত ডেটা বিশ্লেষণে সহায়ক হয়।

এই নতুন পরিচালক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিংয়ের সাহায্যে তথ্য যোগাড় ও বিশ্লেষণ করবেন।

বিবিসি রিপোর্টার স্যাম কাবরাল নাসার প্যানেলকে প্রশ্ন করেন, গত সপ্তাহে মেক্সিকান কর্তৃপক্ষের কাছে যেসব কথিত ভিনগ্রহের প্রাণীর বেশকিছু ছবি উপস্থাপন করা হয় সে সম্পর্কে।

জেমি মাওসান, একজন স্বঘোষিত ইউএফও বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি কংগ্রেসের সামনে শুনানিতে হাজির হয়ে দুটি প্রাচীন 'মানুষ নয় এমন' এলিয়েনের মৃতদেহ উপস্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন এই দেহ দুটি পেরুর কুসকোতে ২০১৭ সালে মিলেছে, আর রেডিওকার্বন পরীক্ষায় পাওয়া গেছে যে এগুলো অন্তত ১৮০০ বছরের পুরনো।

বিজ্ঞানমহল অবশ্য এই নমুনার সত্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছে, কারণ মি. মাওসান এর আগেও ভিনগ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলে দাবী করেন যা খারিজ হয়ে যায়।

নাসার বিজ্ঞানী ড. ডেভিড স্পারজেল বিবিসিকে বলেন, এই নমুনা গুলো বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরা হোক, তাহলে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারবো যে এগুলো আসলে কী?

নাসার এই বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্মেলনের আরেকটি আলোচনার বিষয় ছিল ইউএপি গবেষণার নতুন পরিচালককে নিয়ে।

তার নাম পরিচয় এখনো রহস্যের আড়ালে। তার কাজ এবং বেতন ব্যাপারেও কিছু পরিষ্কার করেনি নাসা।

বিশেষ করে নাসা যখন বলছে যে ইউএপি গবেষণার সবকিছু তারা গোটা দুনিয়ার সাথে খোলাখুলি তুলে ধরবে, তখন তাদের এই আচরণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।

এর একটা সম্ভাব্য কারণ অবশ্য হতে পারে যে নাসা চাইছে তাদের নতুন পরিচালককে যাতে আগেই জনগণের সামনে কোন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

ড. ড্যানিয়েল ইভান্স, নাসার এই গবেষণার উপসহকারী প্রশাসক জানিয়েছেন, তাদের ইউএপি প্যানেল 'সত্যিকারের হুমকি' পেয়েছে। তিনি বলেন নাসা তার দলের সদস্যের নিরাপত্তার ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে, আর ঐ হুমকিটা পরিচালকের পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনে কাজ করেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করবে নাসা

রিপোর্টে বলা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং ইউএপি শনাক্তকরণের সবচেয়ে জরুরী টুল।

একইসাথে মানুষকে ইউএপির ব্যাপারে জানানোটাও এর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

নাসা বলছে এই গবেষণায় যে বড় চ্যালেঞ্জ তথ্যের স্বল্পতা, সেটা তারা পূরণ করতে চান সাধারণ মানুষদের যুক্ত করার কৌশল দিয়ে।

এটা হতে পারে উন্মুক্ত স্মার্টফোন অ্যাপ অথবা বিশ্বব্যাপী একাধিক নাগরিক পর্যবেক্ষকের স্মার্টফোনের মেটা ডেটার সাহায্য নিয়ে।

বর্তমানে এমন কোন আদর্শ ব্যবস্থা নেই যাতে মানুষ ইউএপি দেখে সেগুলো সম্পর্কে ঠিকভাবে জানাতে পারে। ফলে রিপোর্টে বলা হচ্ছে এতে তথ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

পাকিস্তান তালিবানের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছে, আফগান সীমান্ত গেট আবার খুলবে

কাবুল (এজেন্সী) ঃ সন্ত্রাসবাদ ও অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে নয় দিন বন্ধ রাখার পর শুক্রবার পাকিস্তান ভূবেষ্টিত আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রধান তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খুলে দিতে প্রস্তুত। উভয় দেশের কর্মকর্তারা এমনটাই জানিয়েছেন।

কাবুলে ইসলামাদের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে তালিবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি প্রতিশ্রুতি দেন যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনও রকম সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ চালাতে আফগান মাটিকে ব্যবহৃত হতে দেবেন না তাঁরা। এই প্রতিশ্রুতির পরই তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এক পাকিস্তানি কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রকাশ্যে মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি তাঁর নেই।

মুত্তাকির দফতর জানিয়েছে, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত উবাইদ নিজামানির সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা সীমান্ত বন্ধ রাখা এবং পাকিস্তানে আফগান শরণার্থী ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উভয় পক্ষই এই সমস্যাগুলির সমাধানের প্রযোজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। তবে, বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

বৃহস্পতিবার দিনে আরও পরের দিকে তালিবানি সরকারি সংবাদ সংস্থা সিনিয়র সীমান্ত কর্মকর্তা এসমাতুল্লাহ ইয়াকুবকে উদ্ধৃত করে। পাকিস্তানের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়া রোগীসহ আফগান যাত্রীদের তিনি বলেন, তোরখাম গেট শুক্রবার সকালে যাত্রী ও পরিবহনের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

এক পাকিস্তানি সীমান্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, তোরখাম গেট দিয়ে পথচারী এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে সমস্ত অভিবাসন ও নিরাপত্তা কর্মীদের শুক্রবার ভোরে দায়িত্বে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।